ফেলুদা কমিক্স
জাহাঙ্গীরের স্বর্ণমুদ্রা
কাহিনি: সত্যজিৎ রায়
ছবি: অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়

EARLY MAN
কলপ

প্রদোষ মিত্র আছেন?
কথা বলছি।
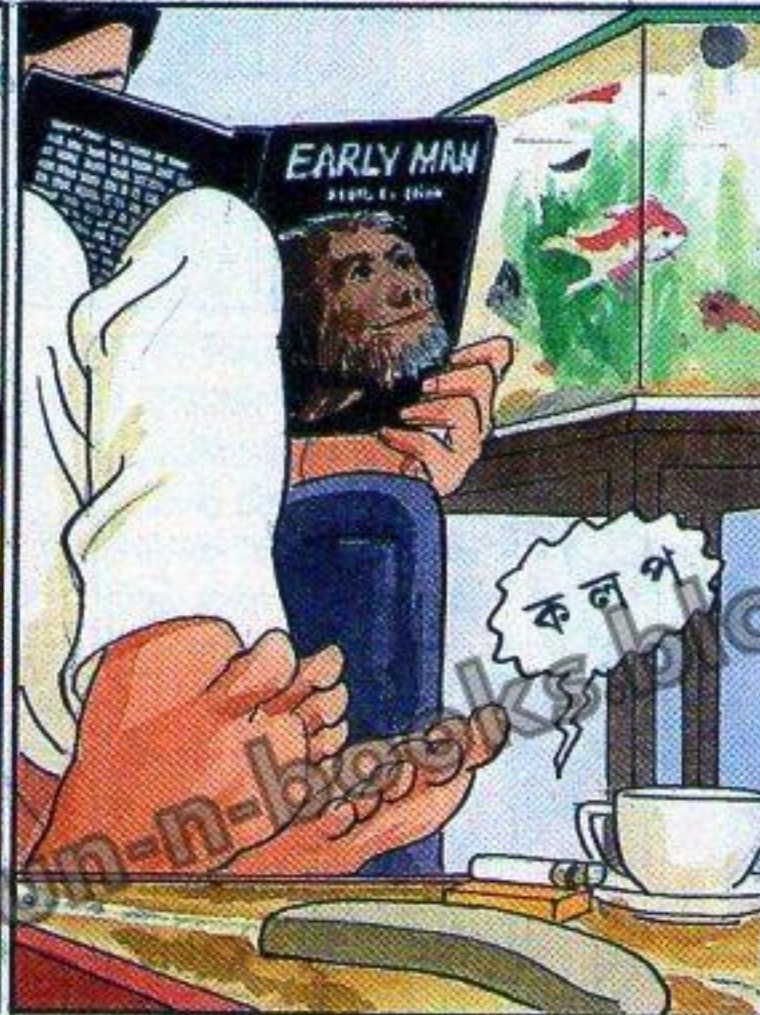
নাম শঙ্করপ্রসাদ চৌধুরী। পানিহাটি থেকে বলছি। আমি পরিচিত। কিন্তু একটা অনুরোধ জানাতে ফোনটা করছি।
বলুন!

আমার ইচ্ছে, আপনি একবার এখানে আসেন।
পানিহাটি?

আজ্ঞে হ্যাঁ। গঙ্গার উপরে আমাদের একশো বছরের পুরনো বাড়ি। নাম 'আমরাবতী'। এখানে সকলেই জানে। আপনারা তিনজন একসঙ্গে ঘোরাফেরা করেন আমি জানি। তাই আপনাদের তিনজনকেই আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। এই শনিবার সকালে এসে, এই ধরুন দশটা নাগাদ—রাত্তিরটা থেকে রবিবার ফিরে যাবেন।
কোনও অসুবিধেয় পড়েছেন কি?
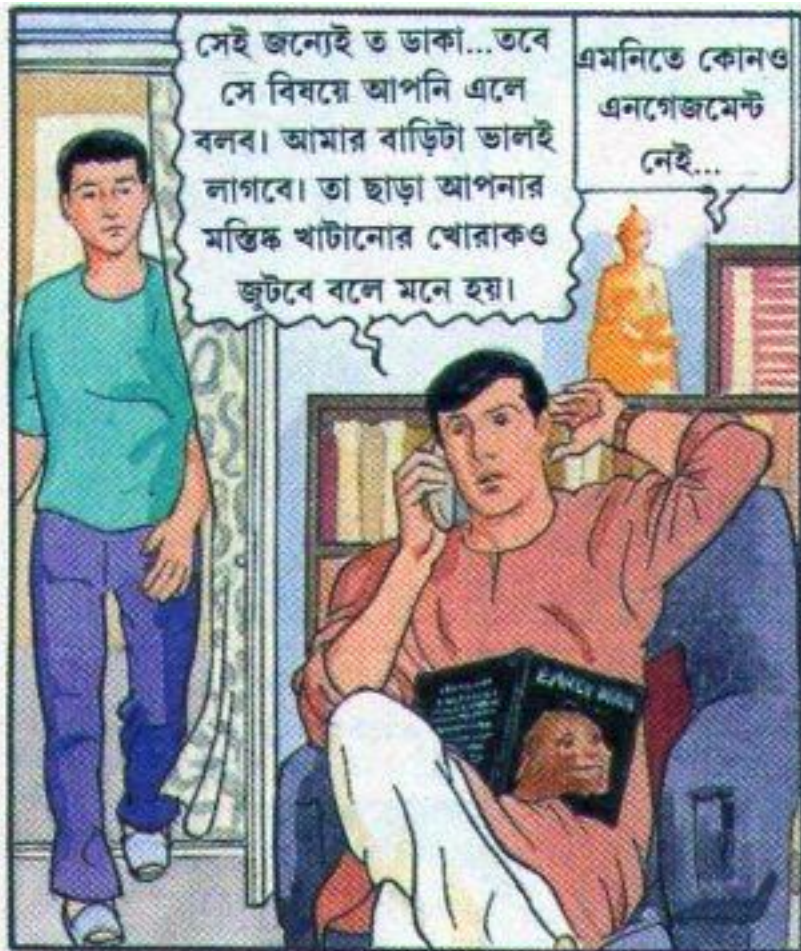
সেই জন্যেই ত ডাকা...তবে সে বিষয়ে আপনি এলে বলব। আমার বাড়িটা ভালই লাগবে। তা ছাড়া আপনার মস্তিষ্ক খাটানোর খোরাকও জুটবে বলে মনে হয়।
এমনিতে কোনও এনগেজমেন্ট নেই...
তা হলে চলে আসুন... দ্বিধা করবেন না। তবে একটা কথা।
কী?
এখানে আমি ছাড়াও কয়েকজন থাকবেন। গোড়ায় আমি কাউকে আপনার আসল পরিচয়টা দিতে চাই না একটা বিশেষ কারণে।
ছদ্মবেশ নিয়ে আসতে বলছেন?
সেটার হয়তো প্রয়োজন নেই। যাঁরা এখানে থাকবেন, আমার বিশ্বাস তাঁরা আপনার চেহারার সঙ্গে পরিচিত নন। আপনি শুধু তিনজনের জন্য ভূমিকা বেছে নেবেন। কী ভূমিকা সেটাও আমি সাজেস্ট করতে পারি।
কীরকম?
আমার প্রপিতামহ বনোয়ারিলাল চৌধুরী ছিলেন এক বিচিত্র চরিত্র। তাঁর একটা জীবনী লেখা এমনিতেও দরকার। আপনি যদি, ধরুন, তাঁর সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করতে আসেন।
ভেরি গুড!
আর আমার বন্ধু মিঃ গাঙ্গুলি?
ওঁকে পক্ষীবিদ
দিতে পারেন।
অনেক পাখি
একটা বাইনোকু
তা আছে। আর আমার খুড়তুতো ভাইটি হবে পক্ষীবিদের ভাইপো।
ব্যস! তা হলে শনিবার সকাল দশটা। অমরাবতী।
অমরাবতী।
হরিপদবাবু ত ছুটিতে গিয়েছেন দেশে।
ওঁর জায়গা আমাকেই নিতে হবে
ক্লপ
ক্লপ
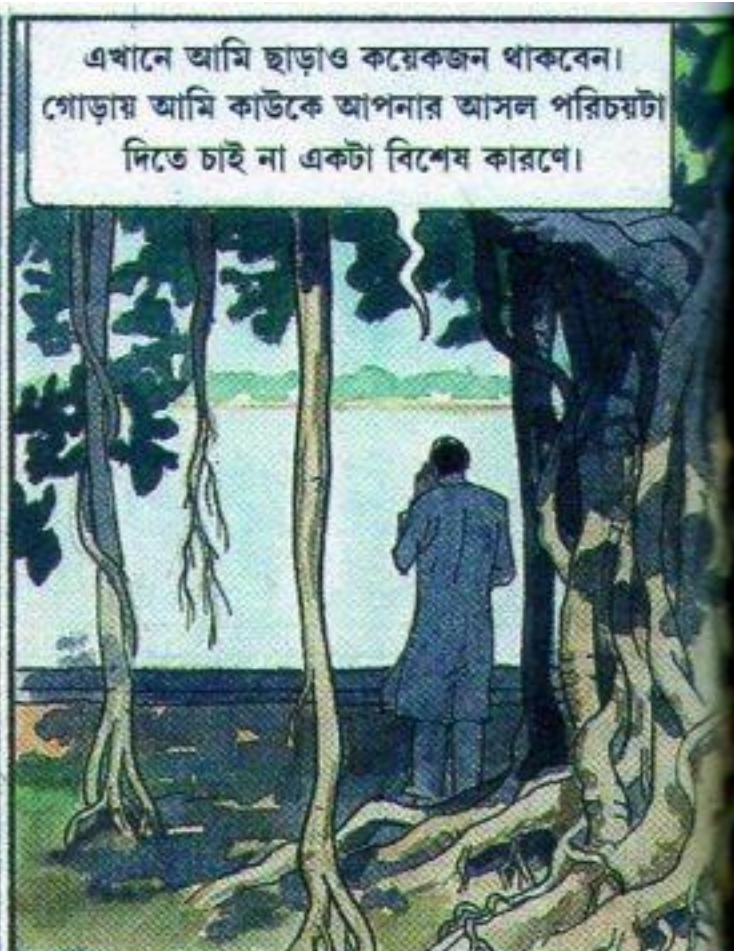
ক'জন বাঙালিকে এত দাপটের সঙ্গে ঘোড়ায় চড়তে দেখেছ ভাই তোপসে?
দাপটের সঙ্গে নয়...ঘোড়ায় চড়েও নয়, টাট্টুতে...! কেদার যেতে...

যা করতে আপনি অস্বীকার করেন।
রক্ষে করো!
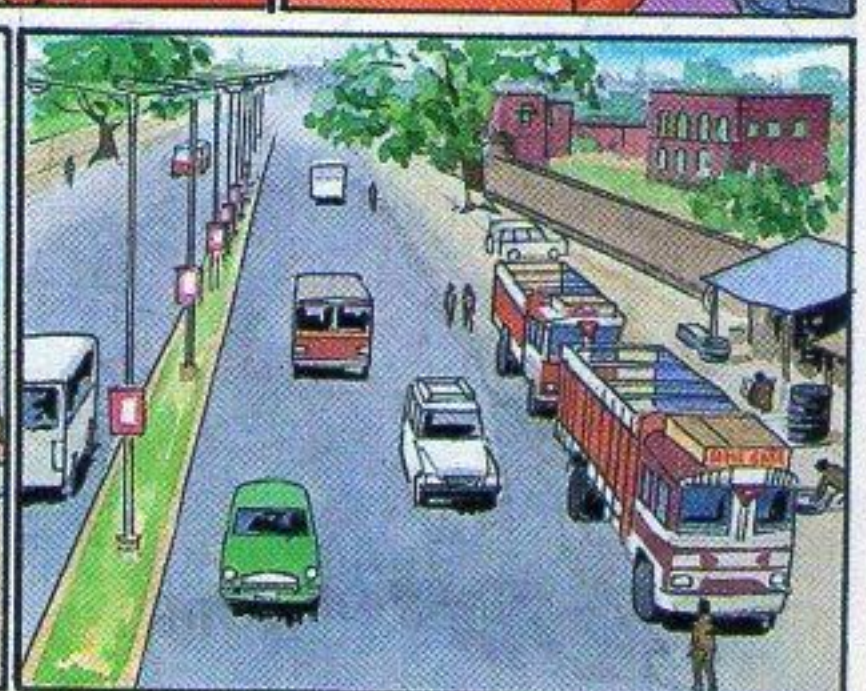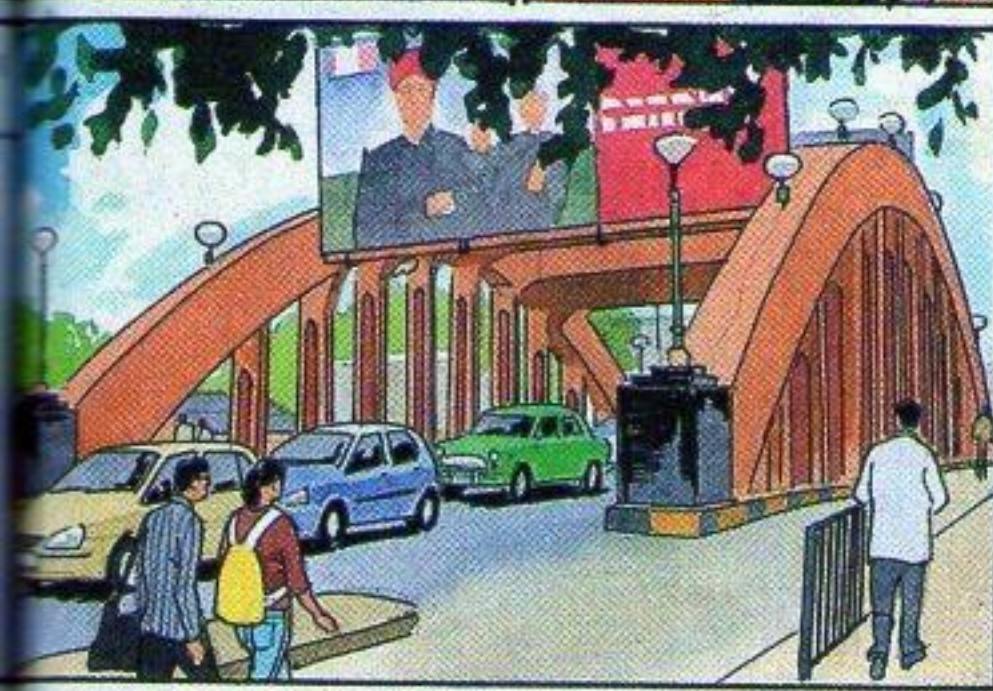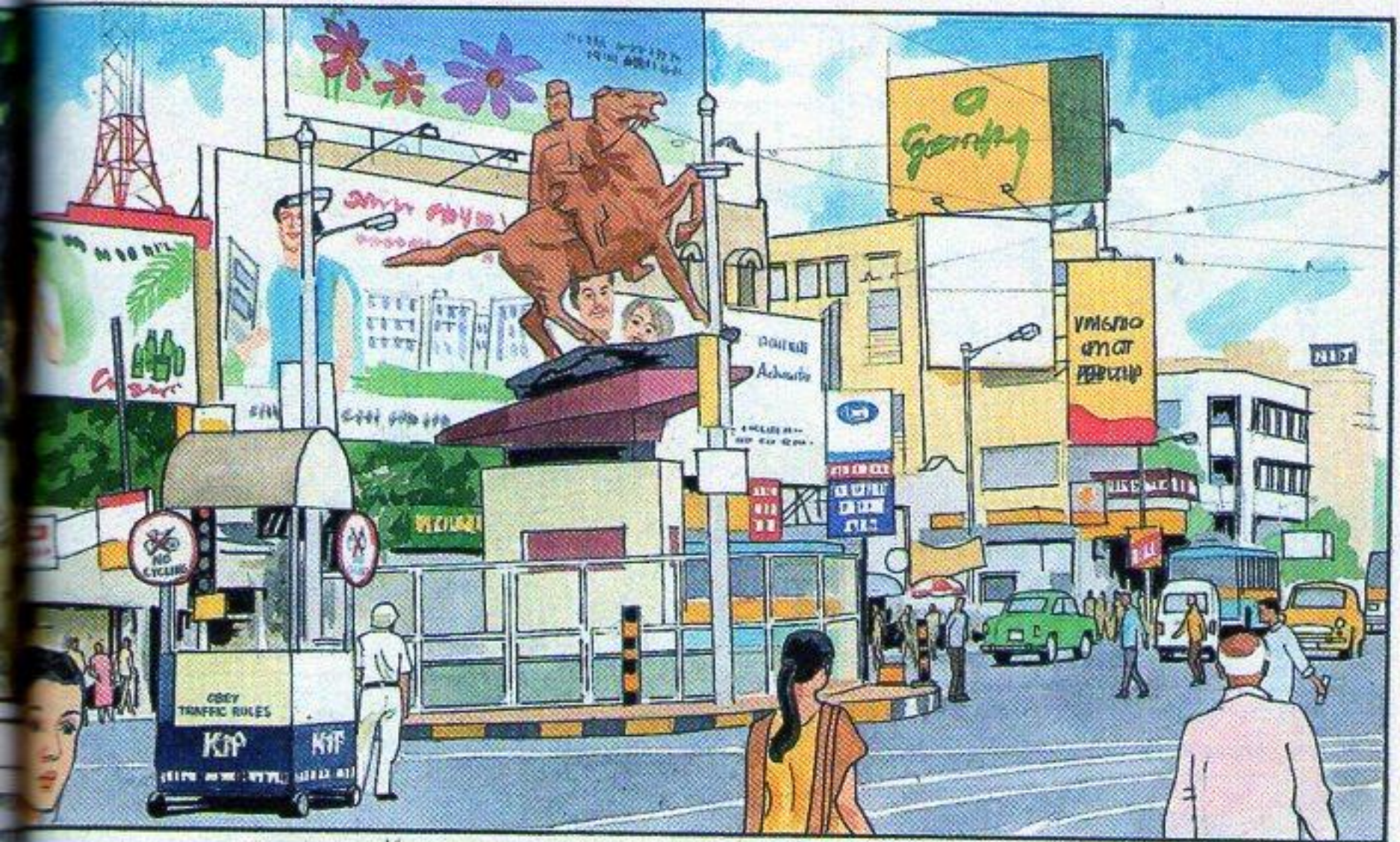
দিলেন তো মশাই একটা দায়িত্ব চাপিয়ে! এদিকে গড়পারে কাক-চড়ুই ছাড়া আর কোনও পাখি দেখেছি বলে মনে পড়ে না।
মনে রাখবেন, কাক হল করভাস স্প্লেনডেনস। চড়ুই হল পাসের ডোমেস্টিকাস।
আপনি ত গড়গড় করে বলে দিলেন... এ মনে রাখা যত কঠিন, তার চেয়েও
উচ্চারণ করা।
সব সময় লাতিন নাম না বলে ইংরেজি নামও ব্যবহার করতে পারেন।
ফিঙেকে 'ড্রঙ্গো'
টুনটুনিকে 'টেলর
আর পাখি না দেখলেও, মাঝে-মাঝে বাইনোকুলার চোখে লাগালেই অনেকটা কাজ দেবে। নিজের নামটা...!
ভব... ভবতোষ সিংহ।
প্রবীর সিংহ।
সোমেশ্বর রায়।
পানিহাটী বান্ধব পাঠ
অমরাবতী... কোন দিকে হবে বলতে পারবেন?
সোজা গিয়ে একটা মন্দির পাবেন, বাঁয়ে ঘুরে সোজা... বড় গেট।
ধন্যবাদ!
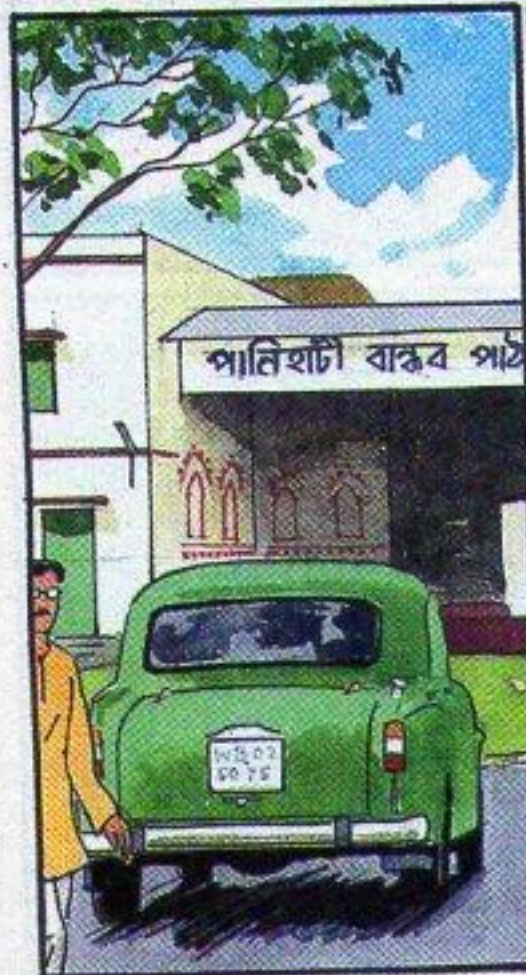
বাবা, শুভ জন্মদিন। আমরা উইকএন্ডে এখানে একটা দারুণ জায়গায় যাচ্ছি... এখন রাখছি, পরে কথা হবে... ভাল থেকো!
তুমিও তোমার খেয়াল রেখো।

ওয়েলকাম টু অমরাবতী!

আমার স্ত্রী বাপের বাড়িতে। আগামী সপ্তাহে একটা অনুষ্ঠান আছে। এক মেয়ে পুনেতে পড়ছে...আসুন, চা দিতে বলেছি।

আমার খুড়তুতো ভাই জয়ন্তও কাল এসেছে। তা
দলে টেনে নিয়েছি। ...আপনার আসল পরি
জানলেও অন্যদের সামনে প্রকাশ করবে না

অন্যরা কি এসে গিয়েছেন?

না, তাঁরা আসবে
বিকেলে।

ওঁর বয়স কত হল?

সেভেন্টি এইট। এমনিতে শক্তই আছেন, তবে মাথায় সামান্য ছিট দেখা দিয়েছে। নাম ভুলে যান, মাঝরাত্তিরে পান ছাঁচতে বসেন, এই আর কী!

মাঝরাত্তিরে... ঘুমোন না?

রাত্তিরে ঘণ্টা দু'য়েকের বেশি নয়। আসলে চার বছর আগে কাকা মারা যাওয়ার পর উনি কলকাতায় থাকতে চাননি। এখানে থাকাটা ওঁর কাছে একরকম কাশীবাসের মতো।

আসুন!

আমাদের দু'টো পরিচয়ই ত জানেন। এবার আপনাদের আসল পরিচয়টা পেলে ভাল হত।
নিশ্চয়ই। আপনাকে ডেকেছি ত সব বলার জন্যই? না হলে আপনি কাজ করবেন কী করে?
হলাম ব্যবসাদার। বুঝতেই পারছেন। এত বড় ড়ি যখন মেনটেন করছি, তখন ব্যবসা আমার মোটামুটি ভালই চলে।
আপনার কি বংশানুক্রমিক ব্যবসা?
া, এ বাড়ি তৈরি করেন আমার প্রপিতামহ বনোয়ারিলাল চৌধুরী।
অর্থাৎ যাঁর জীবনী লিখতে যাচ্ছি আমি?
এগ্‌জ্যাক্টলি! তিনি ছিলেন রামপুরের ব্যারিস্টার। অগাধ পয়সা করে শেষ বয়সে কলকাতায় চলে আসেন... এসে এই বাড়িটা তৈরি করেন।
ঠাকুরদাও ব্যারিস্টার ছিলেন, তবে তাঁর পসার ভাল ছিল না। তার দু'টো কারণ, জুয়া আর মদ। বাড়িতে বনোয়ারিলালের কিছু মূল্যবান সম্পত্তি ছিল, সেগুলোর কথায় পরে আসছি। তার কিছু আমার ঠাকুরদা বিক্রি করে দেন। ব্যবসা শুরু করেন আমার বাবা। আর তার ফলে বংশের ভিত খানিকটা মজবুত হয়। তারপর আমি।
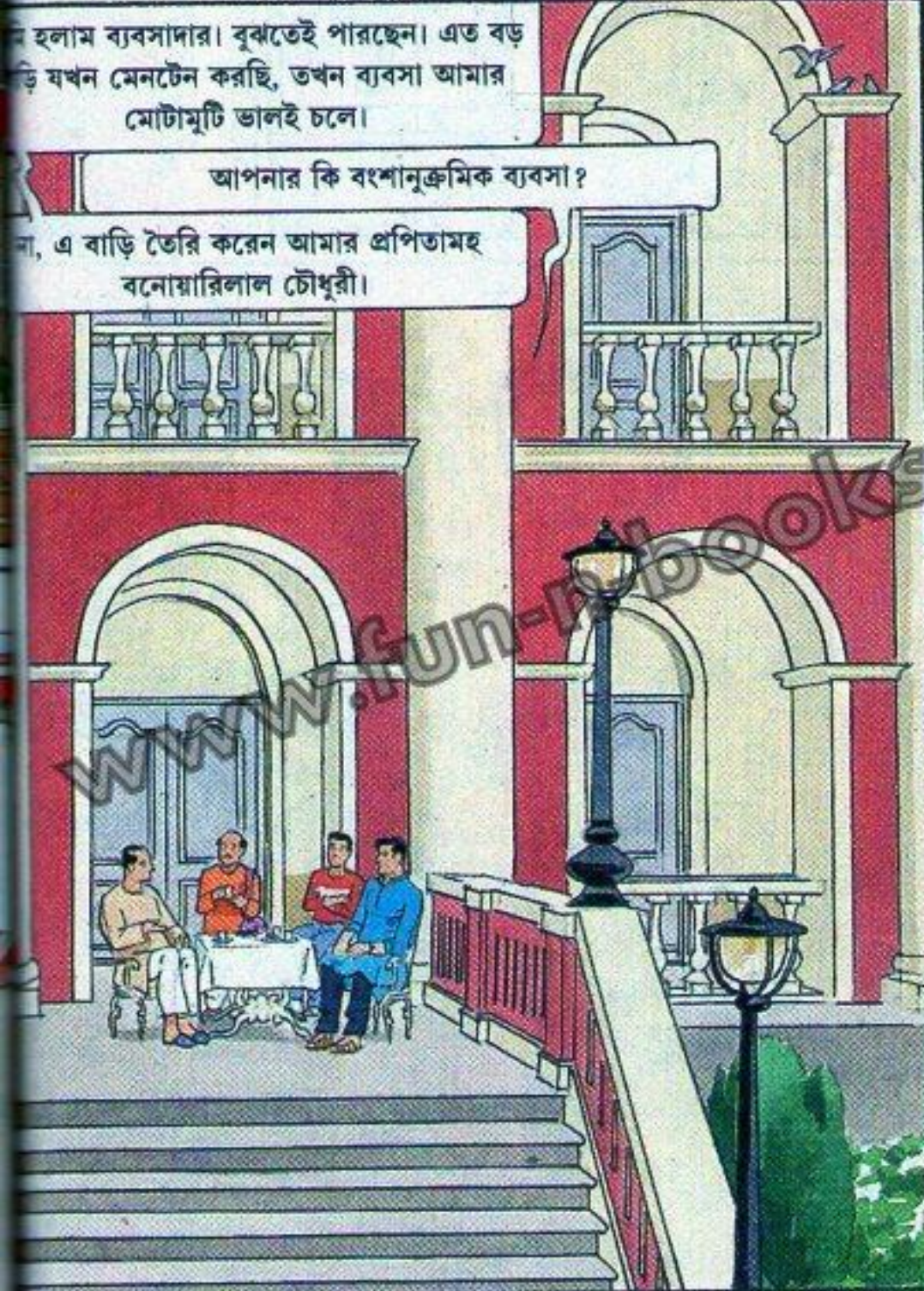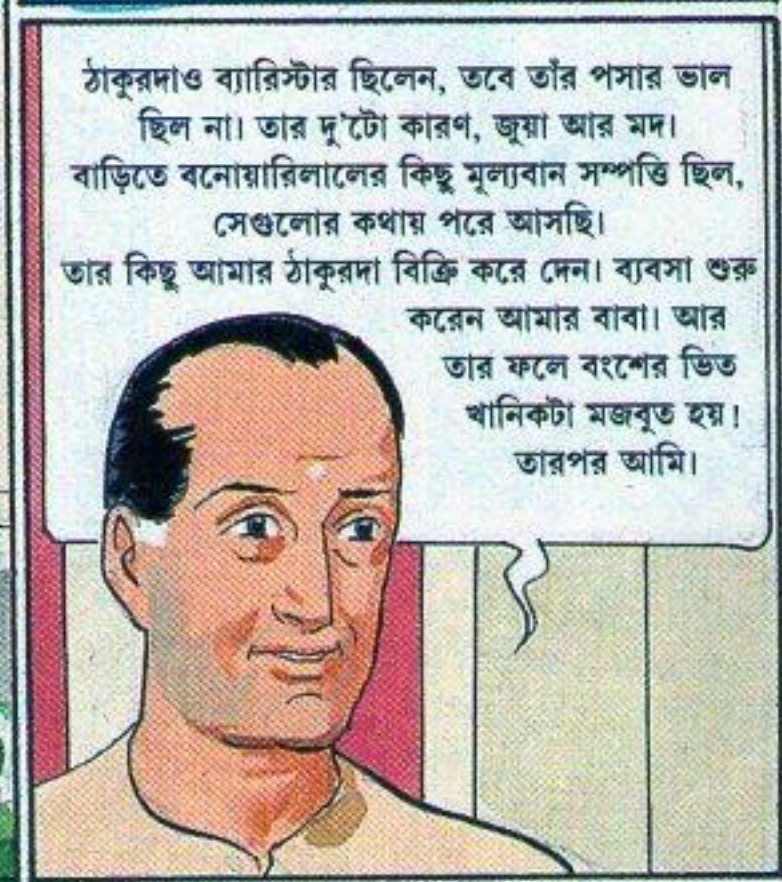
আর আপনার খুড়তুতো ভাই?
জয়ন্ত ব্যবসায় যায়নি। সে আছে এক এঞ্জিনিয়ারিং ফার্মে। ভালই রোজগার করে। তবে ইদানীং শুনছি, ক্লাবে গিয়ে পোকার খেলছে। ঠাকুরদার একটা গুণ পেয়েছে আর কী?
আত্মীয়ের কথা ত হল, এবার অনাত্মীয়ের প্রসঙ্গে আসা যাক।
তার আগে একটা প্রশ্ন করে নি
যদিও প্রায় ঘষে উঠে গিয়েছে
আপনার কপালে চন্দনের ফো
দেখতে পাচ্ছি! তার মানে কী
...আজ হল আমার জন্মতিথি। গিয়ে নমস্কার করতে খুড়িমা ফোঁটাটা দিলেন।
জন্মতিথি বলেই আজ এখানে অতিথি সমাগম?
অতিথি বলতে তিনজন। গত বছর ছিল ফিফ্‌টিয়েথ বার্থডে, সেবারেও ডেকেছিলাম এই তিনজনকেই। ভেবেছিলাম একটিবারই পালন করব। কিন্তু একটা বিশেষ কারণে এবারও করছি।
এই বিশেষ কার
কী?
খুব ভাল হয় যদি একবার দোতলায় যান, আমার খুড়িমার ঘরে। তা হলে বাকি ঘটনাটা বুঝতে সহজ হবে।
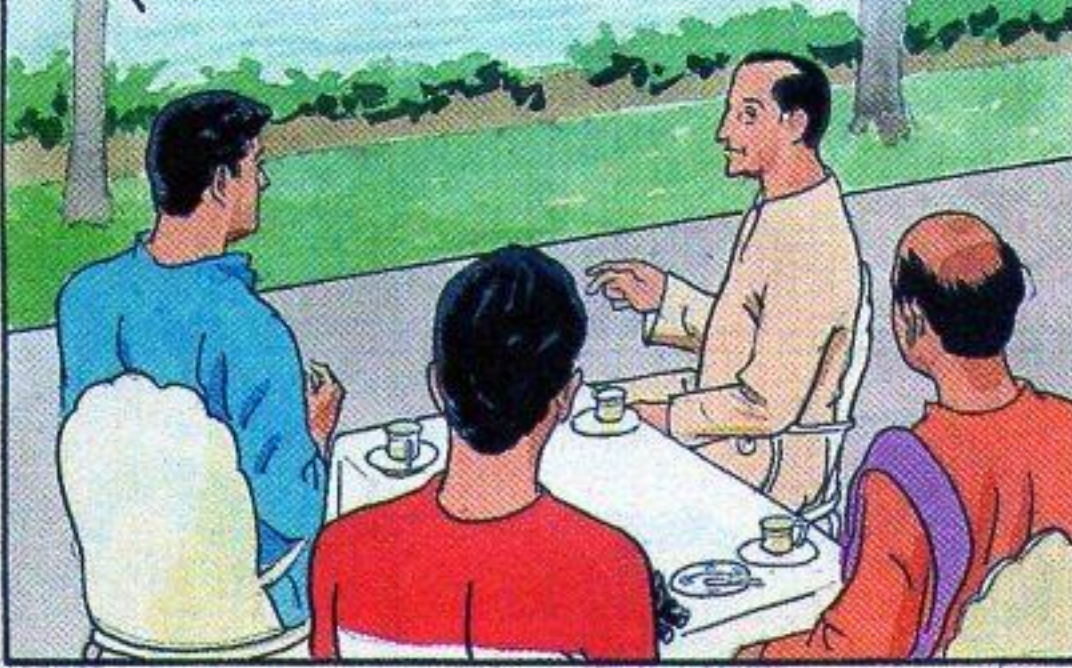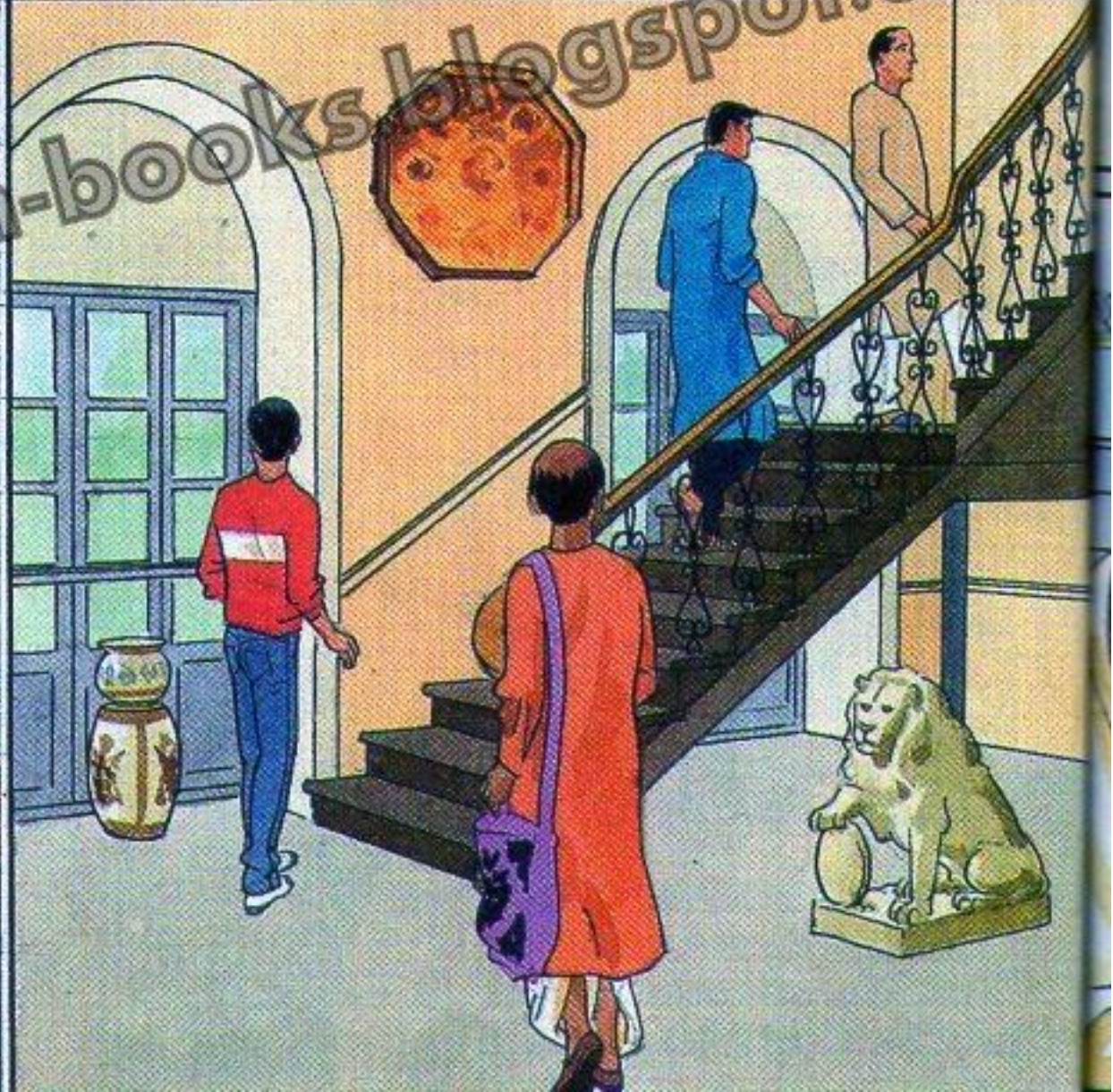
দোতলায় আর কে থাকেন?
উনি থাকেন উত্তর দিকে। আর এদিকটায় আমি... জয়ন্ত এলেও, এদিকেরই একটা ঘরে থাকে।
ক'জন অতিথি এসেছেন কলকাতা থেকে।
তাই এই ঘাটের মড়াকে দেখাতে আনলি?
তা বাপু তোমাদের পরিচয় জেনে আর কী হবে? নাম ত মনে থাকবে না। নিজের নামটাই ভুলে যাই মাঝে-মাঝে। এখন ত বসে-বসে দিন গোনা।
আসুন!
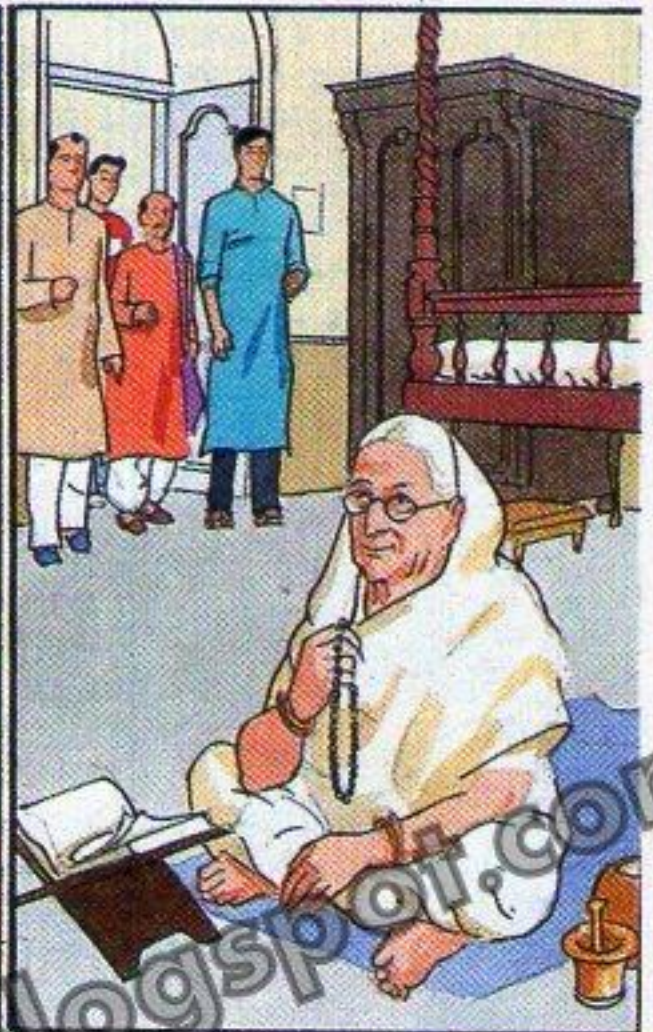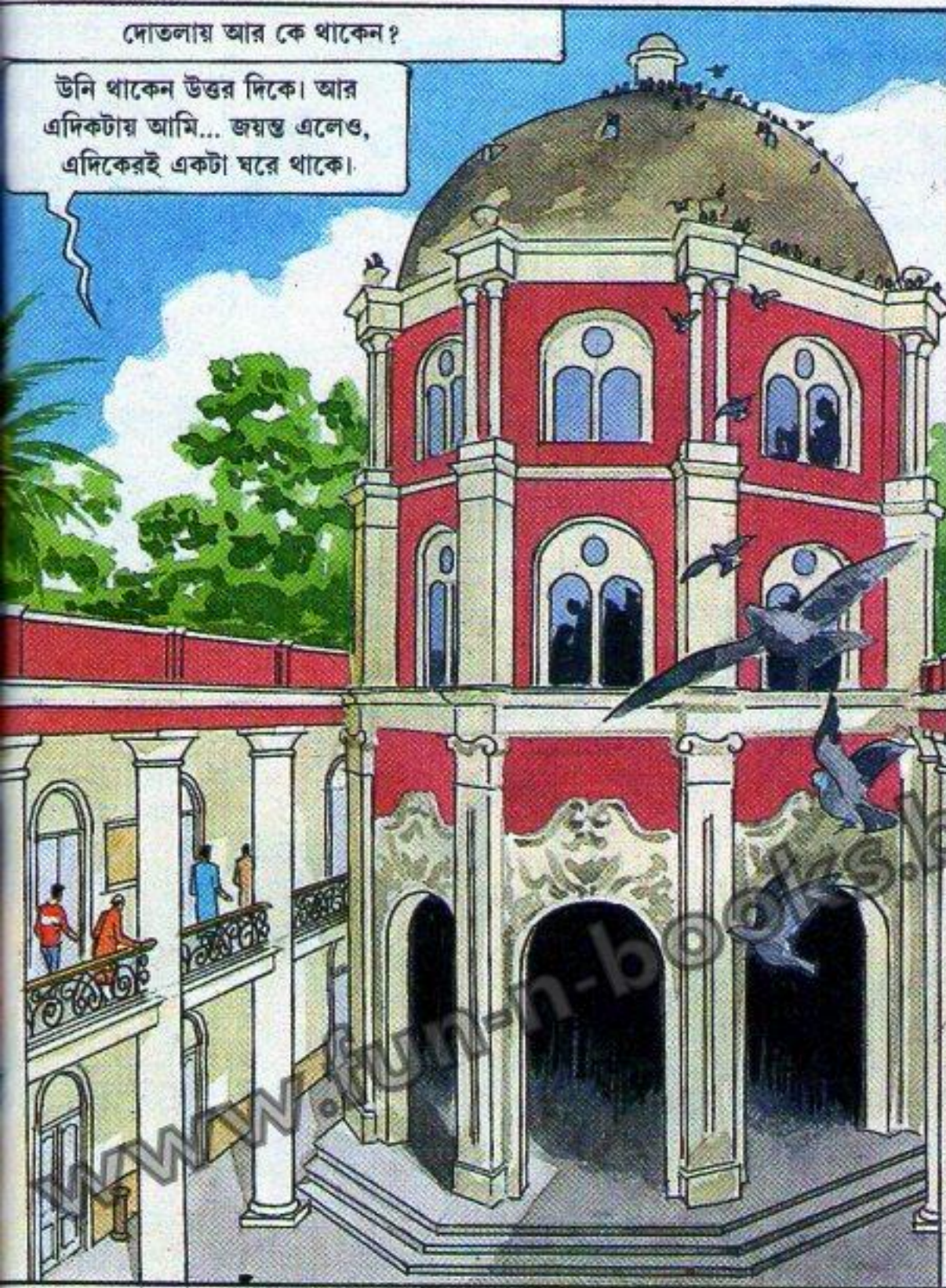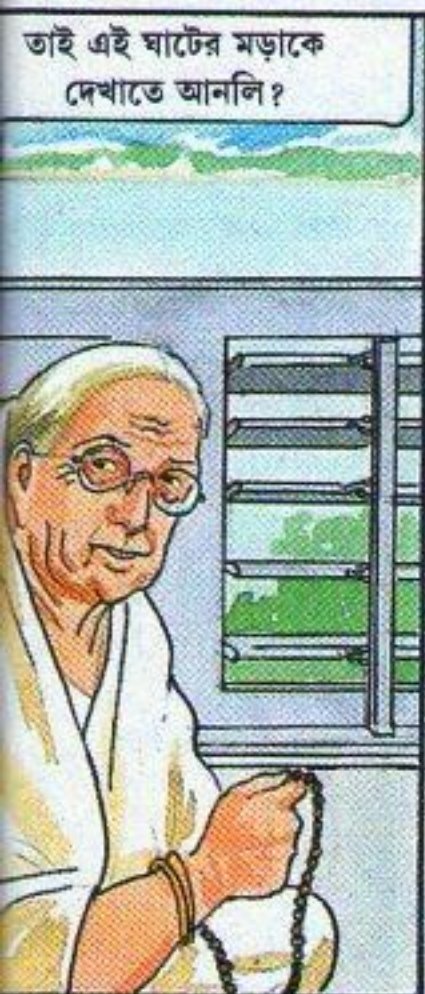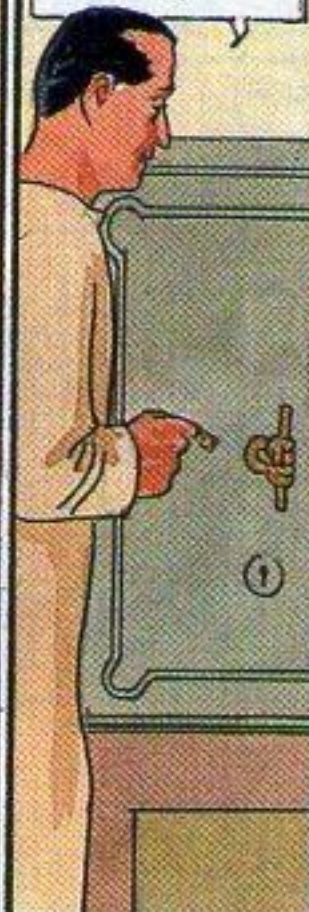
এবার যা দেখাব, সে হল আমার প্রপিতামহের সম্পত্তি। রামপুরে থাকতে বহু নবাব-তালুকদার তাঁর মক্কেল ছিলেন। এগুলো তাঁদের উপঢৌকন।
এরই বেশ কিছু আমার ঠাকুরদা বিপাকে পড়ে বেচে দিয়েছিলেন। তবে তার পরেও কিছু আছে।
জাহাঙ্গীরের আমলের স্বর্ণমুদ্রা!
দেখুন, প্রত্যেকটি
একটি করে রাশি
ছবি খোদাই করা।
জিনিস একেবারে
দুষ্প্রাপ্য!
রাশিচক্র হলে এগারোটা কেন? বারোটা হওয়া উচিত নয় কি?
একটি মিসিং।
আরও জিনিস আছে এই বাক্সটার
মধ্যে। সেইগুলো দেখবেন
আজ সন্ধেবেলা
সর্বসমক্ষে
এর চাবি ত আপনার কাছেই থাকে?
হ্যাঁ, আমার কাছেই। একটা ডুপ্লিকেট আছে। থাকে খুড়িমার আলমারিতে।
কিন্তু সিন্দুক আপনার ঘরে নয় কেন?
এই ঘরটা অতীতে ছিল আমার প্রপিতামহের। সিন্দুক তাঁরই আমলের
ওটা আর সরাইনি। আর কড়া পাহারা রয়েছে। খুড়িমা প্রায় সর্বক্ষণ
থাকেন এখানে।
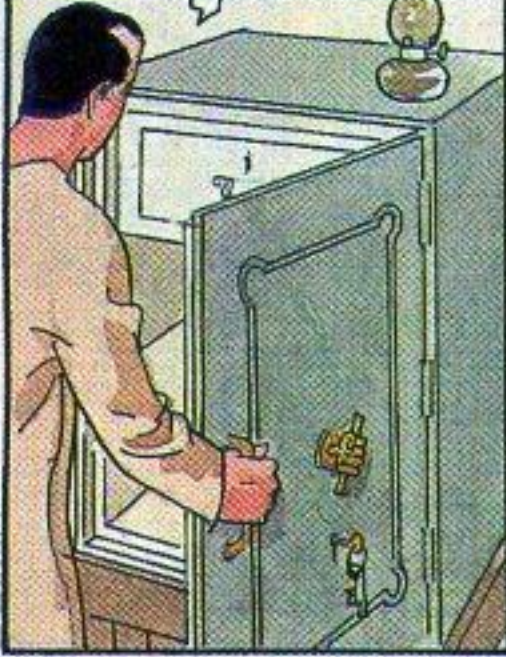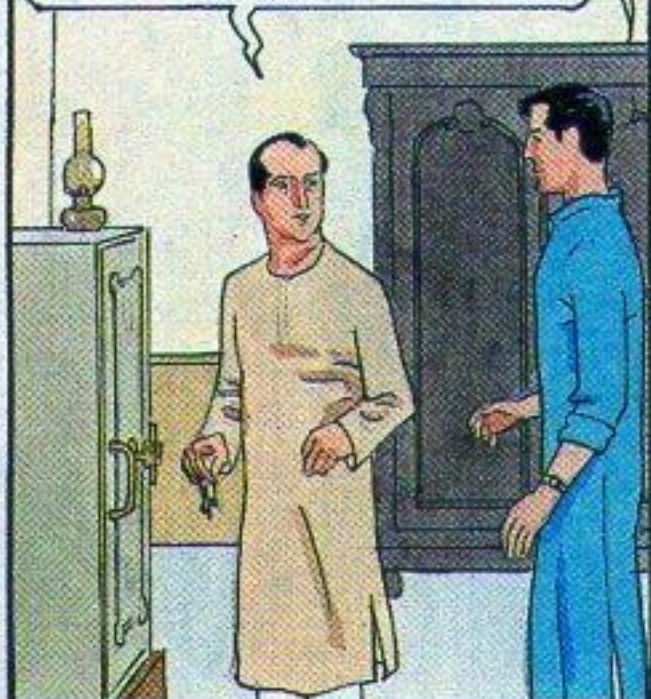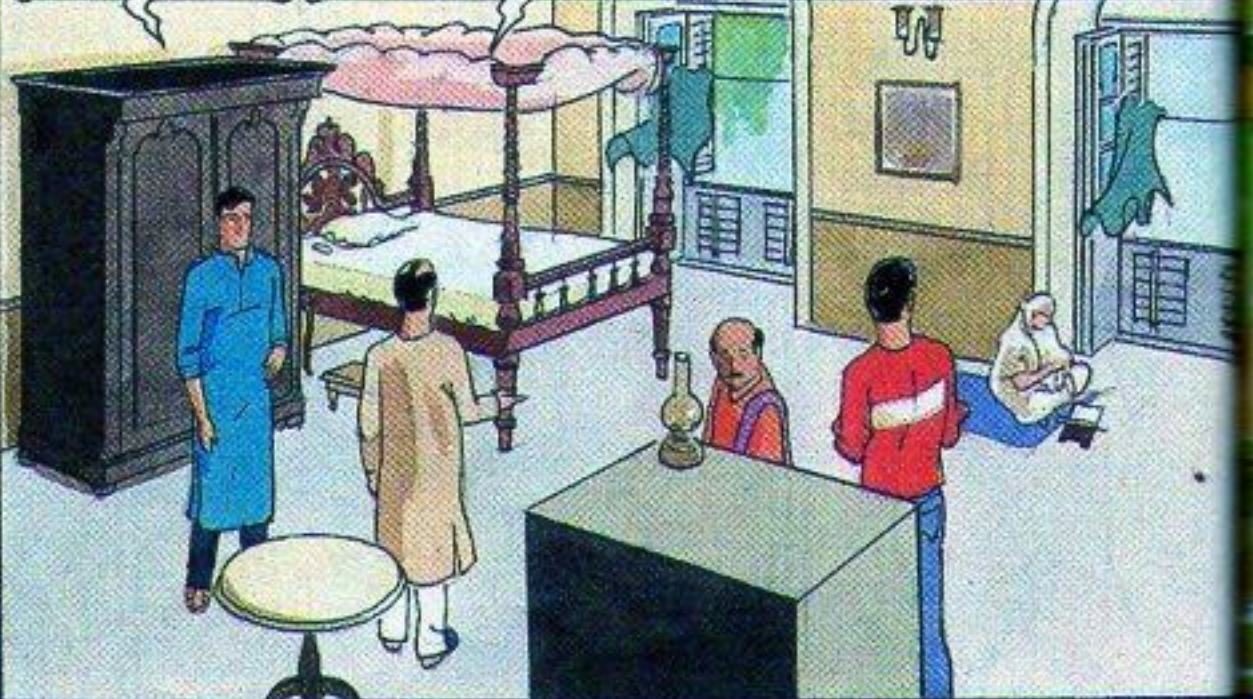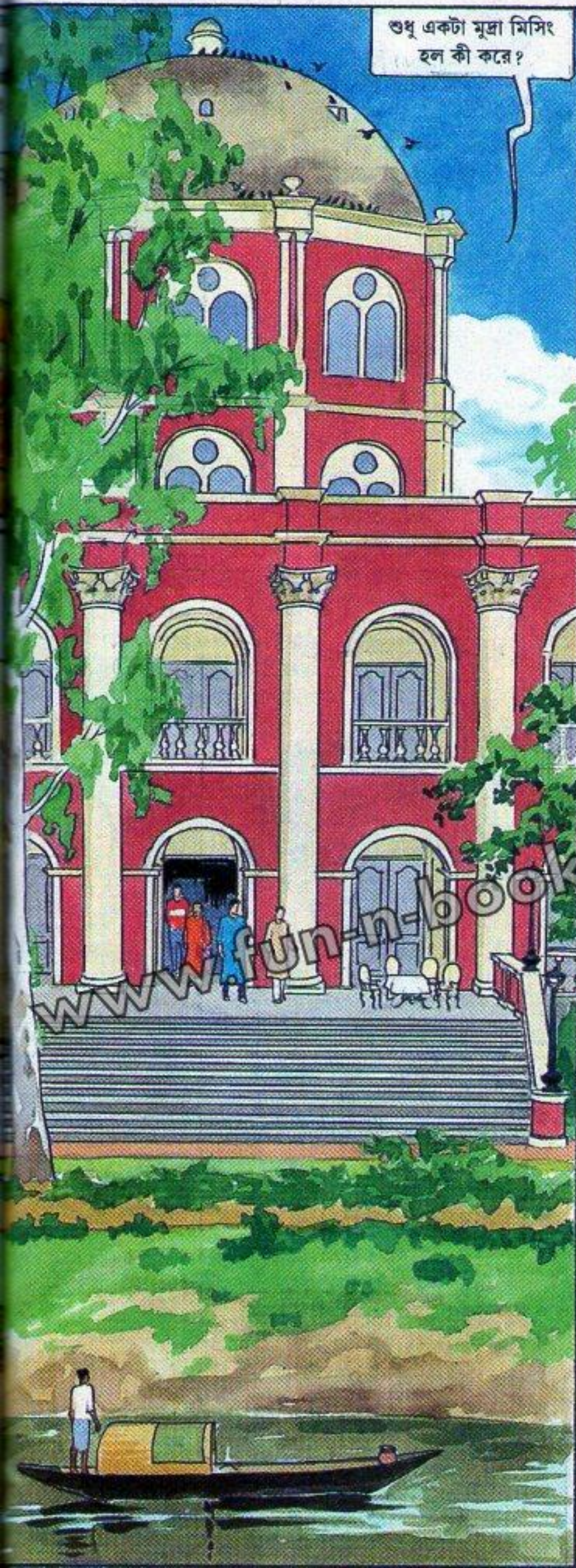
শুধু একটা মুদ্রা মিসিং হল কী করে?
সে কথাই বলব এখন... যে তিনজনের কথা বলেছিলাম, একজন আমার বিজ়নেস পার্টনার, নরেশ কাঞ্জিলাল। আর-একজন এখানকারই ডাক্তার অর্ধেন্দু সরকার। আর তৃতীয় ব্যক্তি হলেন কালীনাথ রায়। ইনি স্কুলে আমার সহপাঠী ছিলেন। পঁয়ত্রিশ বছর পর আবার আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেন।
এই মহামূল্য সম্পত্তির কথা এঁরা সকলেই শুনেছিলেন। আমার পরিকল্পনা অনুযায়ী রাত্তিরে ডিনারের পর জয়ন্ত সিন্দুক থেকে স্বর্ণমুদ্রার থলিটা বের করে আনে।
! ! !?
...লোডশেডিং!
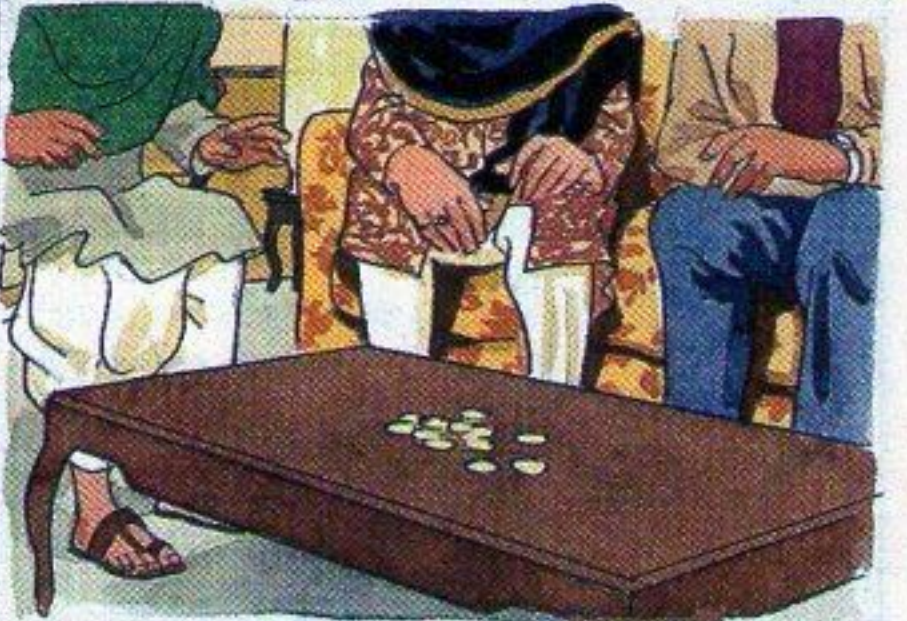
অনন্ত দু' মিনিটের মধ্যেই মোমবাতি নিয়ে এল।
পরদিন সকলে চলে যাওয়ার পর মনে একটা খটকা লাগতে খুলে দেখি, কর্কট রাশির মুদ্রাটি নেই।
কিন্তু এদের সকলেই কি অনেস্ট লোক বলে জানেন আপনি?
সেখানেই গন্ডগোল। কাঞ্জিলালের কথা ধরুন, ব্যবসায় অনেকেই অসৎ পন্থা নেয়। কিন্তু ওর মতো এমন অম্লান বদনে নিতে আমি কাউকে দেখিনি। ঠাট্টা করে বলে, 'তুমি ধর্মযাজক হয়ে যাও!'
আর অন্য দু'জন?
ডাক্তারের কথা আমি জানি না। খুড়িমা মাঝে-মাঝে এসে দেখে যান। তবে কালীন বোধ হয় গভীর জলের মাছ। তিরিশ বছ দেখা নেই। হঠাৎ একদিন টেলিফোন ক চলে এল। বলল, "বয়স যত বাড়ছে তত পুরনো দিনের কথা মনে পড়ে।"
আপনি দেখেই চিনেছিলেন?
তা চিনেছিলাম। সে যে আমার সহপাঠী, তাতে সন্দেহ নেই।
এখন কী করেন ভদ্রলোক?
কিছুতেই ভেঙে বলে না। জিজ্ঞেস করলে বলে, "ধরে নাও, তোমারই মতো ব্যবসা করি।" স্কুলে থাকতে ম্যাজিক দেখাত। এখনও সে অভ্যেসটা রেখেছে। হাতসাফাইয়ে রীতিমতো ভাল।
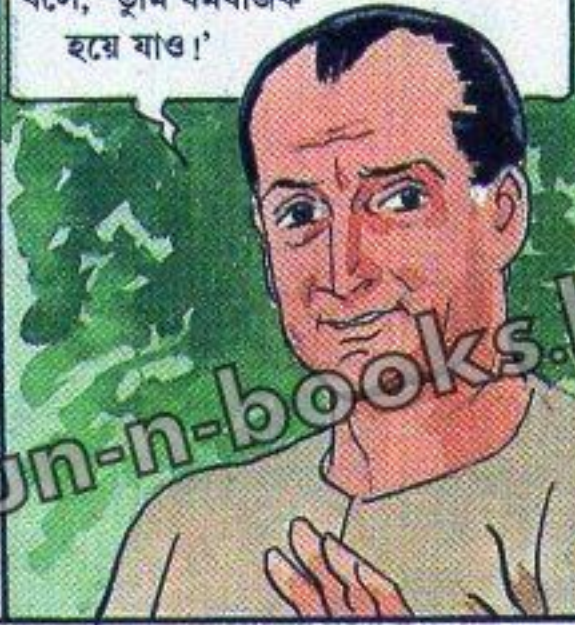
আপনার ভাইও ত ঘরে ছিল।

বিলের কাছে ছিল বলে মনে হয়
না...অন্ধকারে...আমার মনে হয়,
ই তিনজনের একজনই নিয়েছে।

তারপর আপনি কী করলেন?

এমন লোক আছে, যারা সোজাসুজি পুলিশ ডেকে তিনজনের বাড়ি সার্চ করাত। আমি পারিনি।

স্রেফ হজম করে গেলেন ব্যাপারটা?

স্রেফ হজম করে গেলাম।

আপনার ভাই এ সম্বন্ধে কী বলেন?
সে-ও ত কাল অবধি কিছুই জানত না। আপনাদের ইনভাইট করার পর ওকে বলি।
উনি কী বললেন?
খুব চোটপাট করল। তখনই পুলিশে খবর দেওয়া উচিত ছিল। এক বছর পরে কি মিঃ মিত্তির কিছু করতে পারবেন...?
আপনি মানুষটা এত নরম বলেই কিন্তু চোর তার সুযোগটা নিয়েছিল। অতিথিকে চুরির অপবাদ দিতে সবাই পিছপা হত না
সেটা জানি। সেই জন্যেই ত আপনাকে ডাকা। আমি যেটা পারিনি, আপনি সেটা পারবেন।
আমি আমহার্স্ট স্ট্রিটের বাড়িতেই থাকি... উইকএন্ডে আসি এখানে... এবারে আসা হত না... দাদার জন্মদিন... দাদা বলল...
শঙ্করবাবু বলছিলেন আপনার ফুলের শখ!
হ্যাঁ, ওটা আছে!
একজন মালি আছে, সে-ই দ্যাখে...
একবার বাগানটা ঘুরে দেখতে পারলে...
হ্যাঁ নিশ্চয়ই!
আপনারা ঘুরুন...বিকেলে চায়ের সময় বার দেখা হবে!
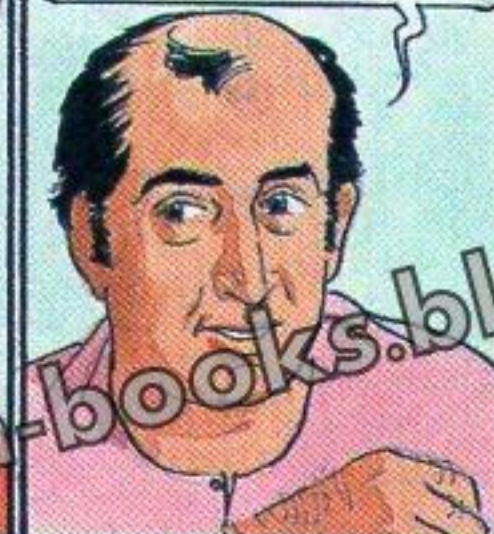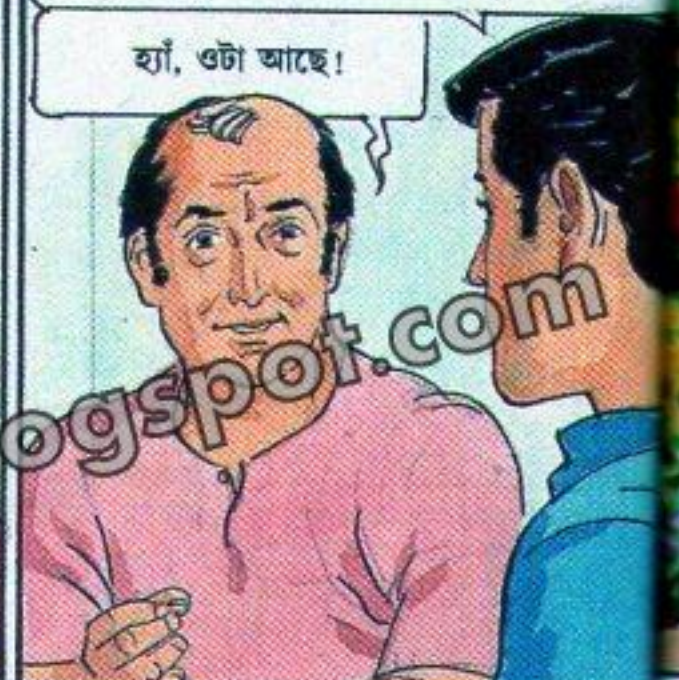
নিজেকে ঠিক প্রজাপতির মতো লাগছে!

এদিকেও একটা গেট রয়েছে...
শহরে কোথাও যেতে হলে এই গেটটাই ব্যবহার করা হয়।

আমাদের দু'টো সিঁড়ি। এদিকের সিঁড়ি দিয়েই মা গঙ্গাস্নানে যান।

বিকেলে দেখা হবে!
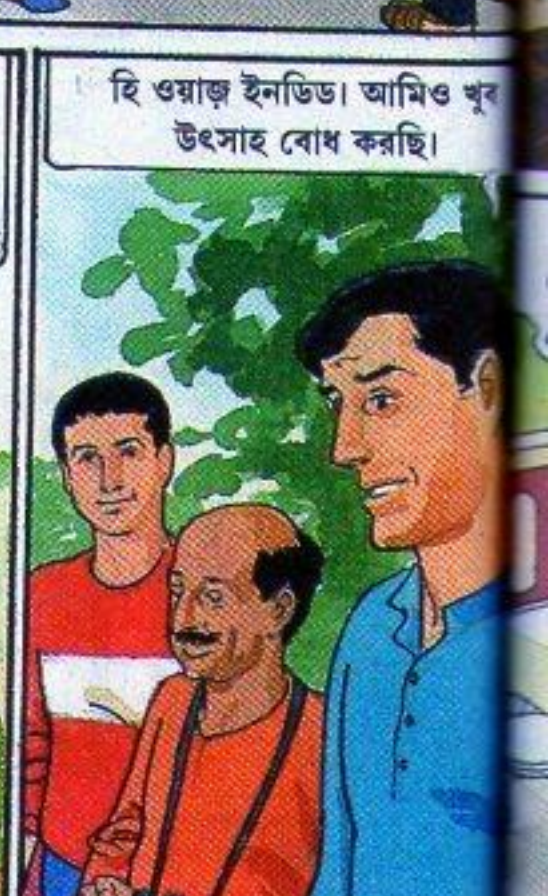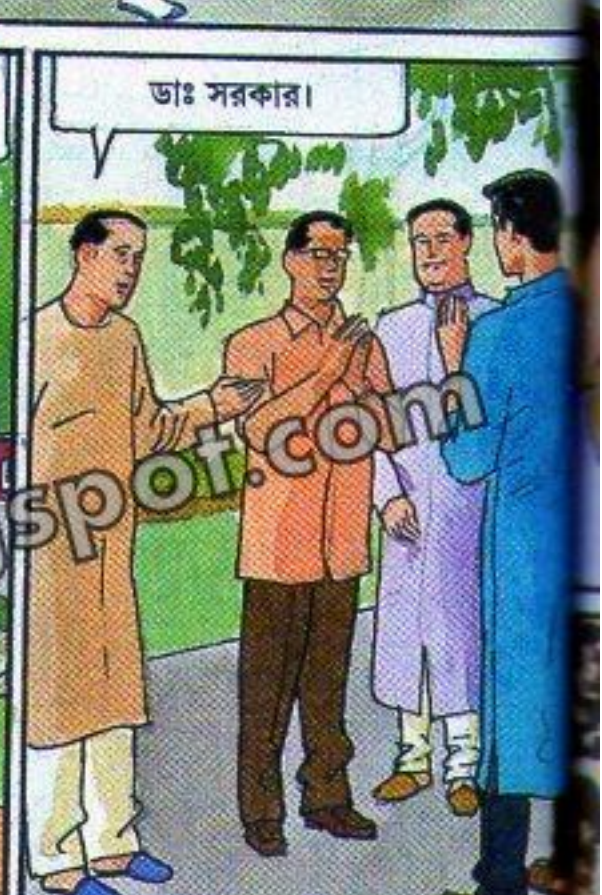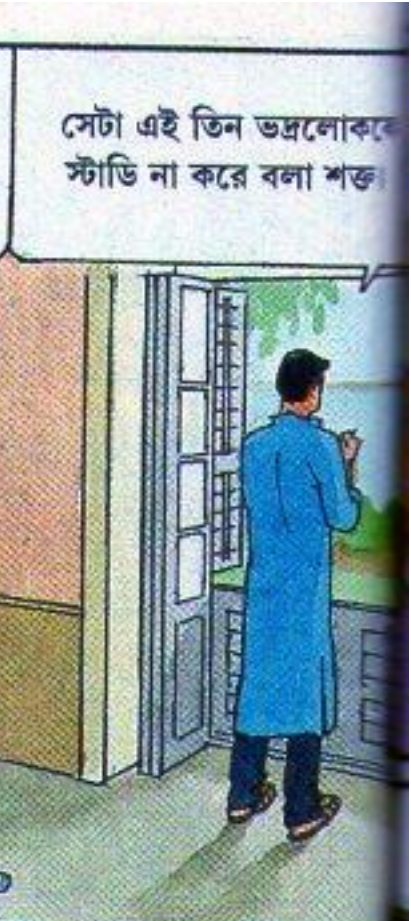
ই আ আ...

আচ্ছা, এক বছর আগে যে লোক চুরি করেছে, সে যদি এবার আর চুরি না করে, তা হলে তুমি চোর ধরবে কী করে?
সেটা এই তিন ভদ্রলোক
স্টাডি না করে বলা শক্ত

আসুন মিঃ রায়। আলাপ করিয়ে দিই...

ডাঃ সরকার।

সোমেশ্বর রায়...আমার প্রপিতামহ বনোয়ারিলাল চৌধুরীর জীবনী লিখছেন।

বনোয়ারিলালের জীবনী লেখার কথা আমি শঙ্করকে অনেকবার বলেছি। হি ওয়াজ় এ রিমার্কেব্‌ল ম্যান।

হি ওয়াজ় ইনডিড। আমিও
উৎসাহ বোধ করছি।
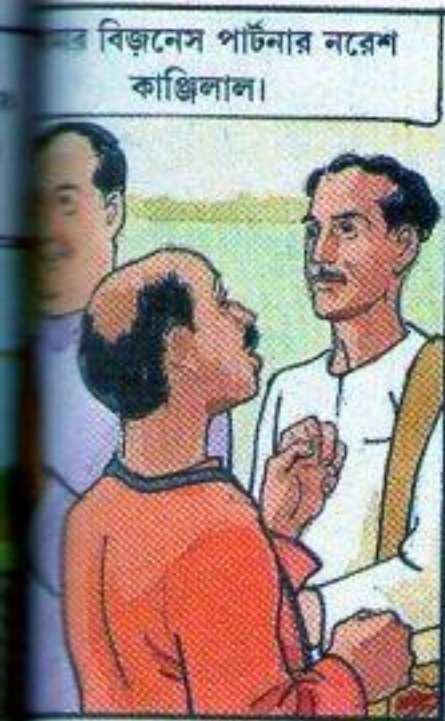
বিজনেস পার্টনার নরেশ কাঞ্জিলাল।
ভবতোষ সিংহ... একজন পক্ষীবিদ।
!?
পক্ষীবিদ যে মুরগির ডিম পকেটে নিয়ে ঘোরে, তা ত জানতুম না মশাই।
?
?
হে হে, এ যে দেখছি পাথর! ত ফ্রাই করে খাবার মতলব করেছিলাম।
কালীনাথ রায়, আমরা স্কুলে একসঙ্গে পড়েছি।
আসুন... এবার একটু চা পান করা যাক।
দুপুরে একটা প্যারাডাইজ ফ্লাইক্যাচার দেখলুম, মনে হল... দেখি একবার...
আপনার ভ্রাতাটিকে দেখছি না? সেই রোদে ঘুরে বেড়াচ্ছে...!
জয়ন্ত কি বসে থাকার ছেলে...?
আপনার খুড়িমা কেমন আছেন?
এমনিতে ভাল। তবে অরুচির কথা বলছিলেন যেন। একবার টুঁ মেরে আসুন না।
তাই যাই।

... সে ত নিশ্চয়ই... পাখির নেশা আমাকে কোথায় না কোথায় নিয়ে গিয়েছে। সে অভিজ্ঞতার কথা বলতে গেলে একটা গোটা উপন্যাস হয়ে যাবে।
চে চে
চে চে ও য়ে
আমি একবার ভরতপুরে...
শ শ
আপনার বন্ধু কিন্তু চোখে বাইনোকুলার লাগিয়ে বেদম অভিনয় করে যাচ্ছেন।
এবার মুখটা একবার হাঁ করুন...
অ্যা আ!

ত আজ সকলকেই
হচ্ছে অল্পবিস্তর।
আপনার দাদার
ত নাটকীয়।
আপনি কি দাদার পরিকল্পনা অ্যাপ্রুভ করেন?
আপনি করেন না বলে মনে হচ্ছে?
মোটেই না। চোর অত্যন্ত সেয়ানা লোক। সে কি আর বুঝবে না যে, তার জন্য ফাঁদ পাতা হচ্ছে? সে কি জানে না, দাদা অ্যাদ্দিনে টের পেয়েছে যে, একটা কয়েন গায়েব হয়ে গিয়েছে?
সবই বুঝি। তাও ব্যাপারটা ট্রাই করে দেখতে চাই। ধরে নাও, এটা আমার গোয়েন্দাকাহিনি প্রীতির ফল।
... এঁদের দেখানো হবে বলে আর-একবার কয়েনগুলো বের করতে চাই... সঙ্গে ইতালিয়ান নস্যির কৌটোটা আর মোগলাই সুরাপাত্র নিয়ে আসবে... আমি পকেটে রেখে দেব...
দিব্যি আছেন। দুধভাত খাচ্ছেন। আপনাদের আরও অনেক দিন জ্বালাবেন।
কী, বসে আছেন? চলুন, একটু বাগানটা ঘুরি...

পেলেন আপনার প্যারাডাইজ ফ্লাইক্যাচারের দেখা?

না... এইমাত্র একটা জাঙ্গল ব্যাবলার দেখলুম মনে হল।
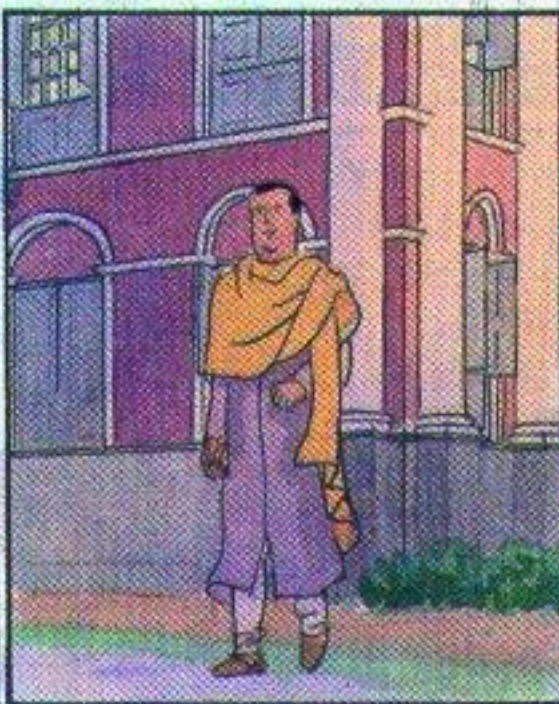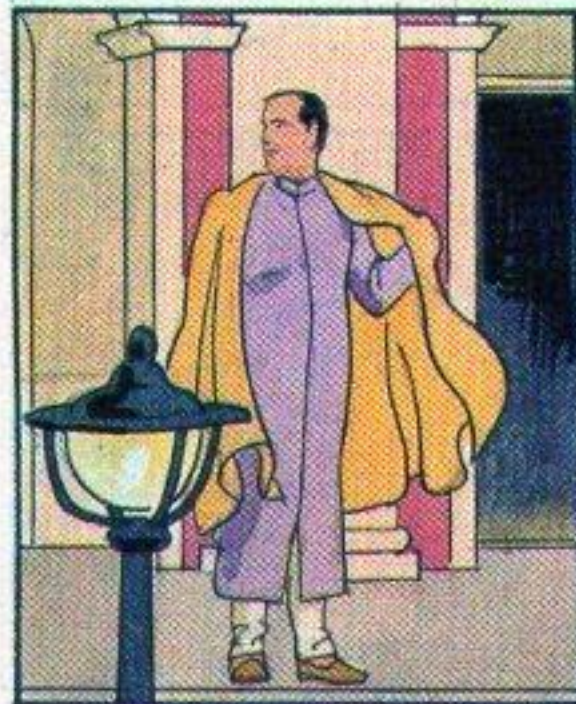
পাল্‌স সামান্য দ্রুত!
www.fun-n-books.blogspot.com

মাথার যখমটা?
মনে হচ্ছে পড়ে গিয়ে হয়েছে।
কনকাশন?
সেটা পরীক্ষা না করে বলা সম্ভব নয়। একবার হাসপাতালে নিয়ে যেতে পারলে ভাল হত।
তাই করুন না।
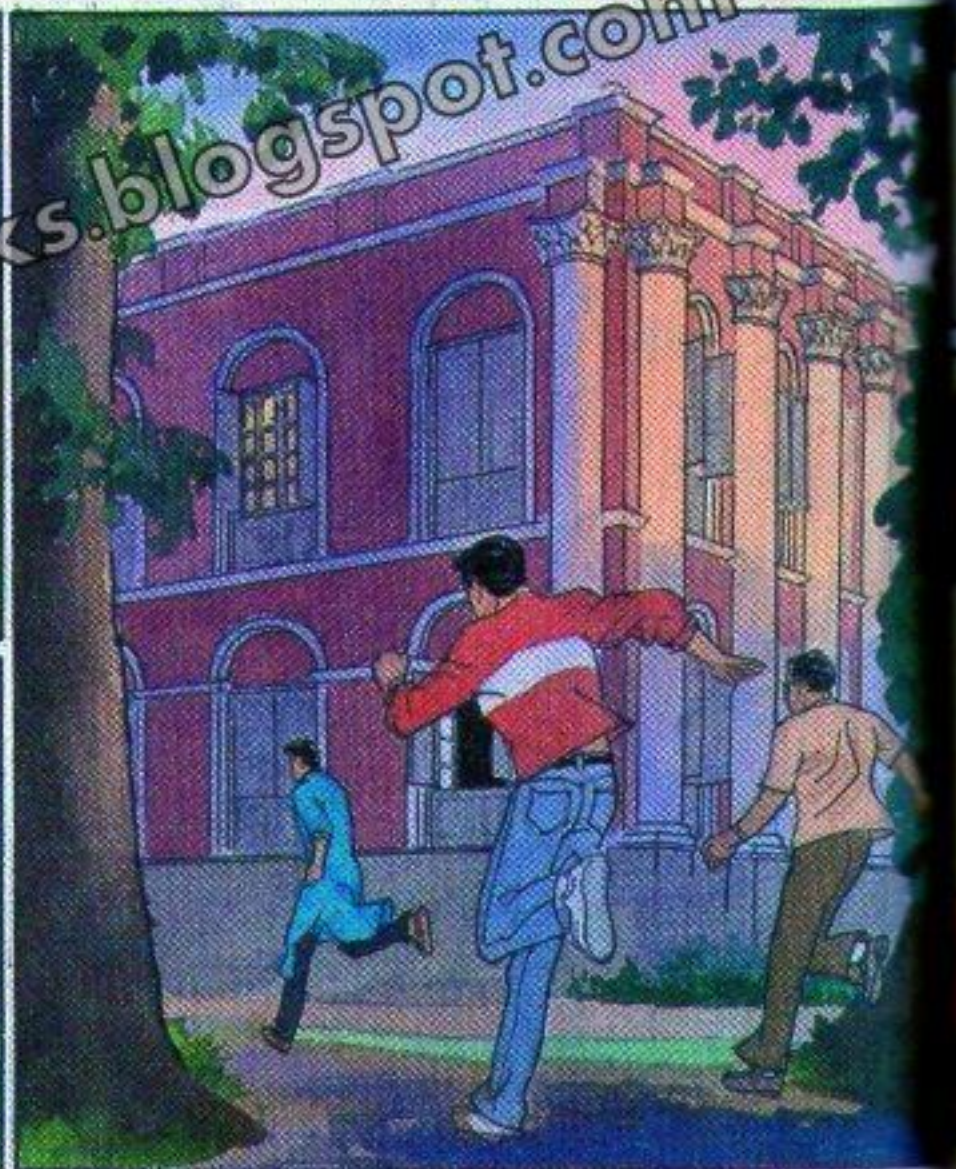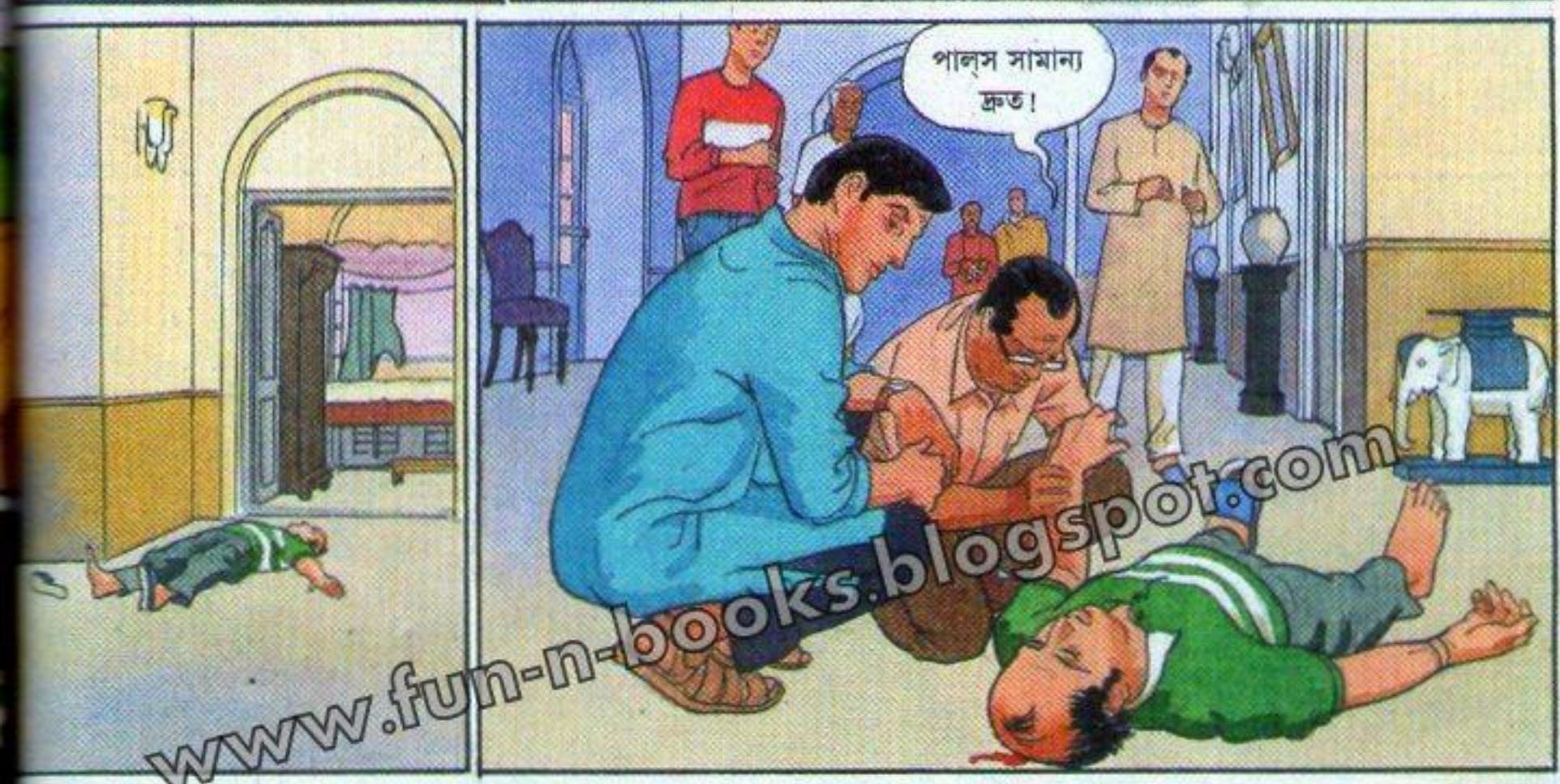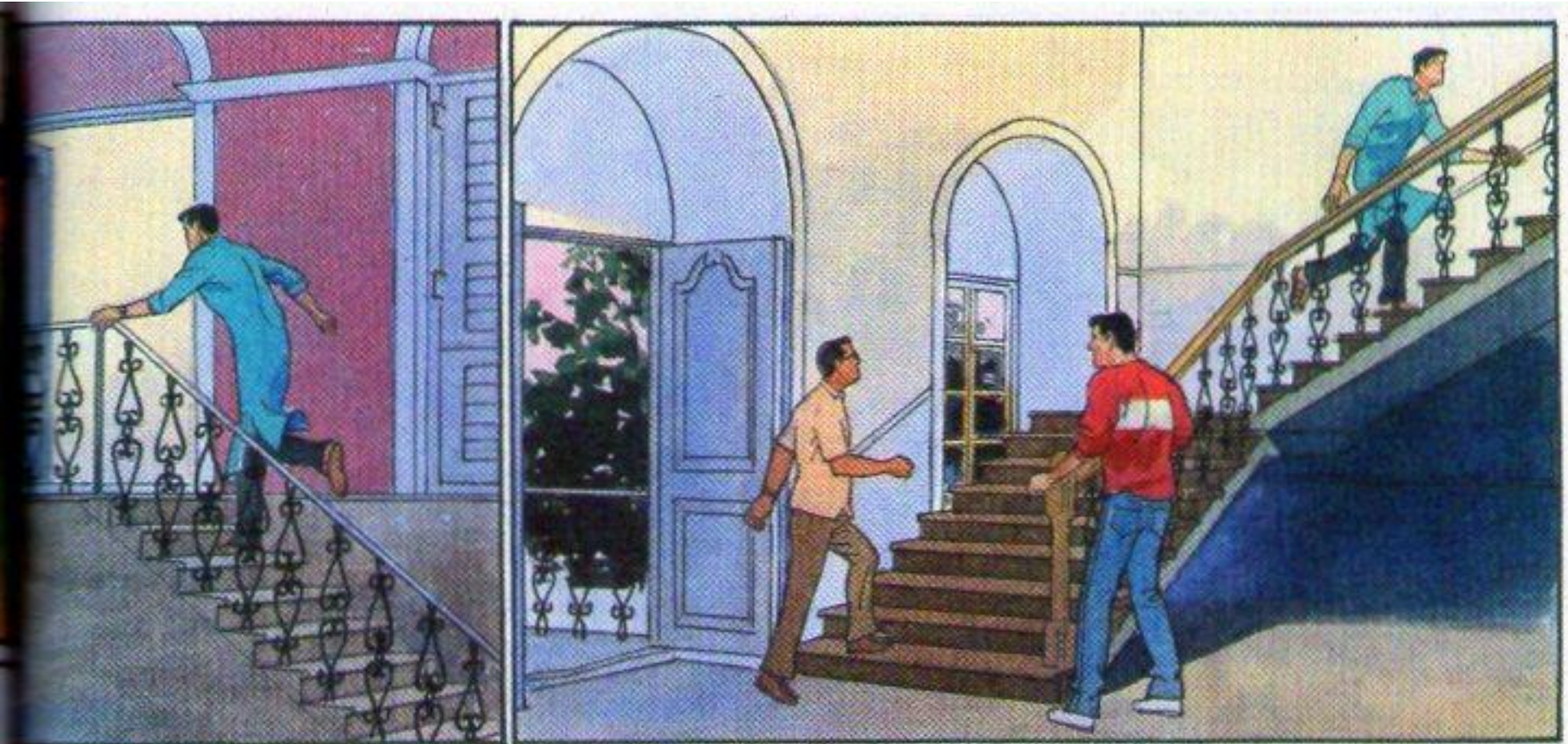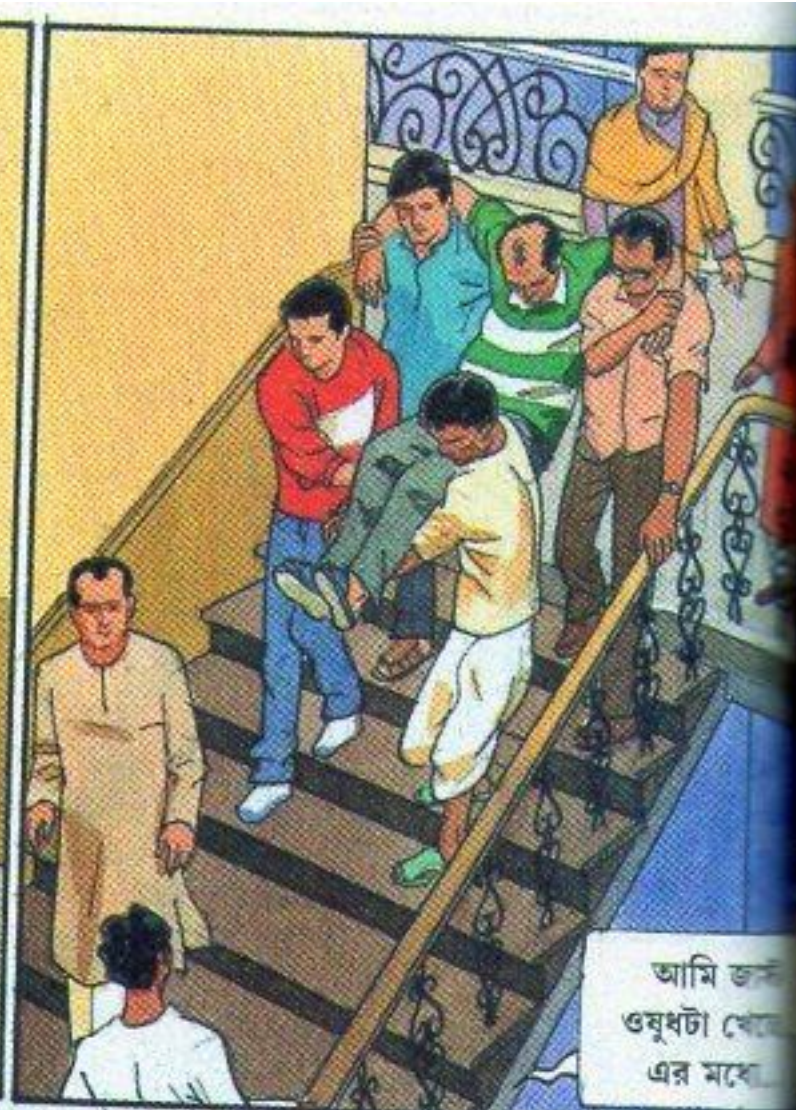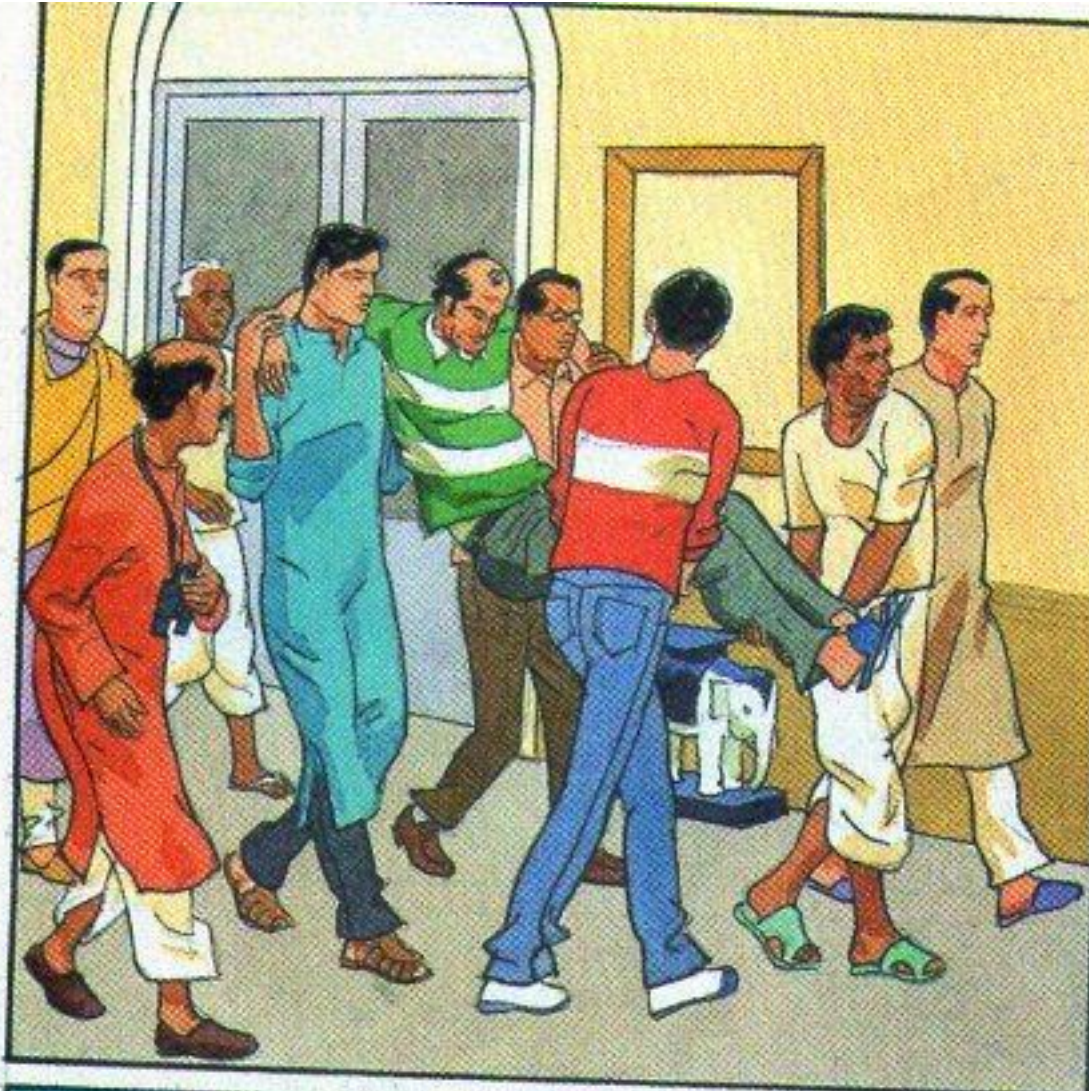
আমি সঙ্গে আসব কি?
দরকার নেই। আমি হাসপাতাল থেকে ফোন করব।

এখুনি ওর স্ত্রীকে জানাবার দরকার নেই...

আমি একটু আসছি!
গিঁ খ
?
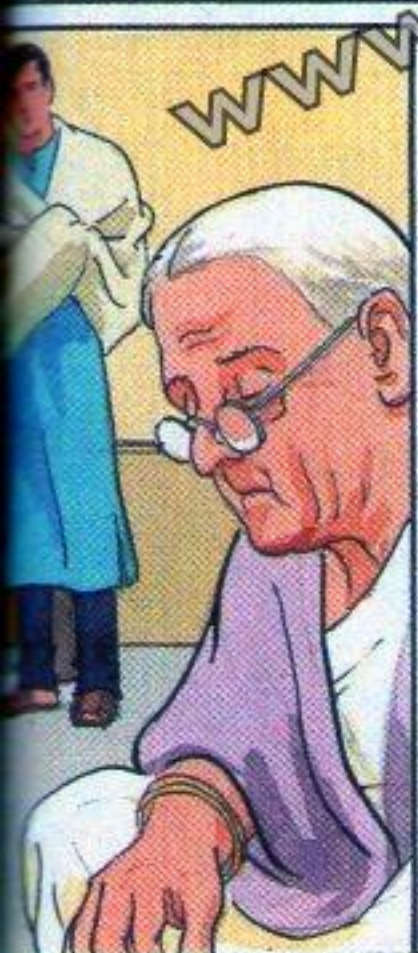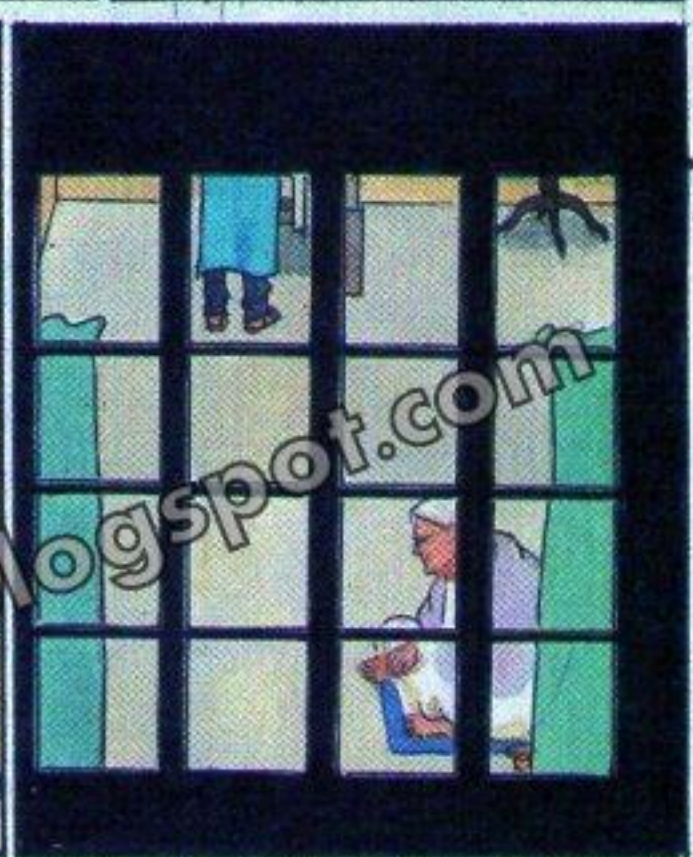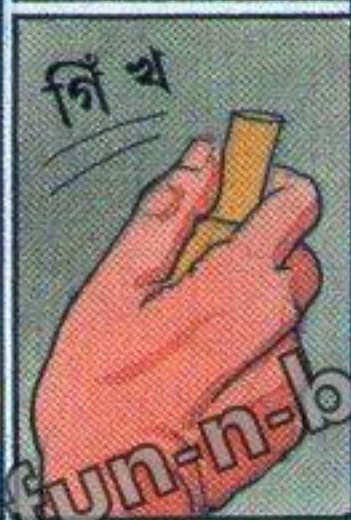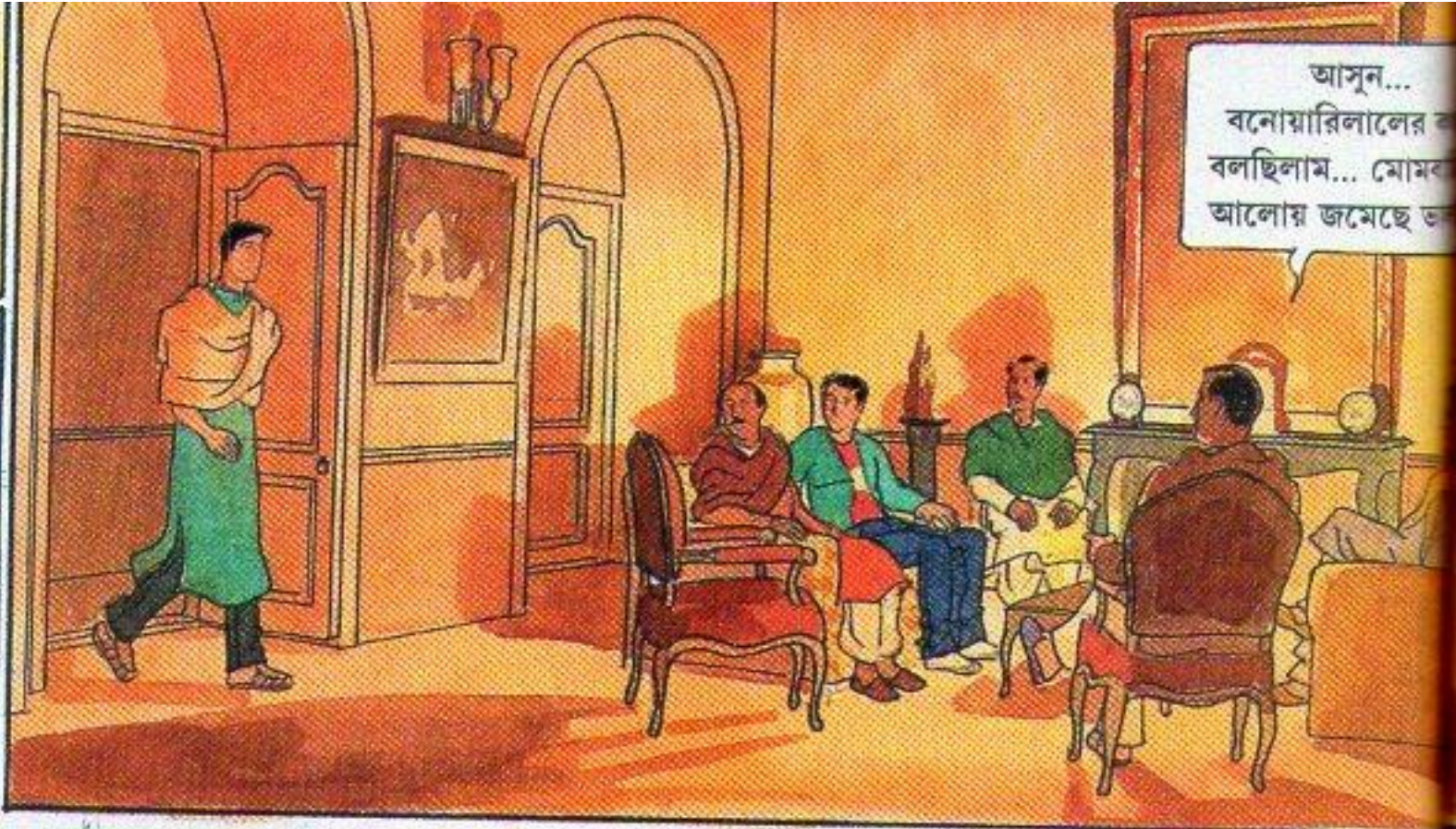
আসুন...
বনোয়ারিলালের
বলছিলাম... মোম
আলোয় জমেছে
ঠিক সাতটা!
এক্সকিউজ় মি!
বলুন ডাঃ সরকার... জ্ঞান হয়েছে... অনেকটা ভাল... আপনি না থাকলে যে কী হত... অনেক ধন্যবাদ... কাল সকালেই নিয়ে আসুন।
যাক, জয়ন্ত অনেকটা বেটার... কাল সকালেই ফিরে আসবে।
ভাল!
আপনাদের সব উইকএন্ডে নেমন্তন্ন করে দেখুন ত কী অবস্থা...
এর মধ্যে তোমার কী করার আছে... জয়ন্ত ভাল আছে সেটাই বড় কথা।
?
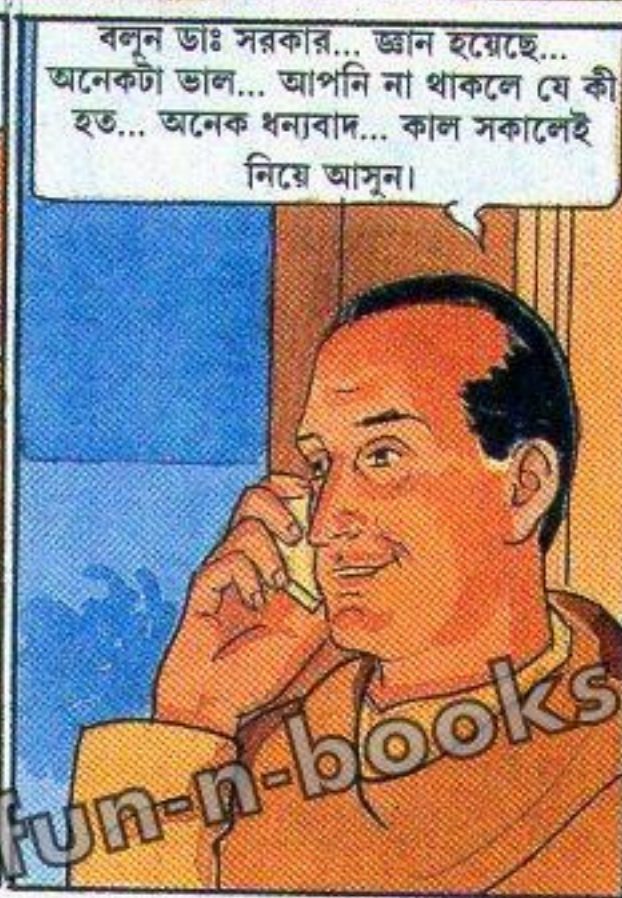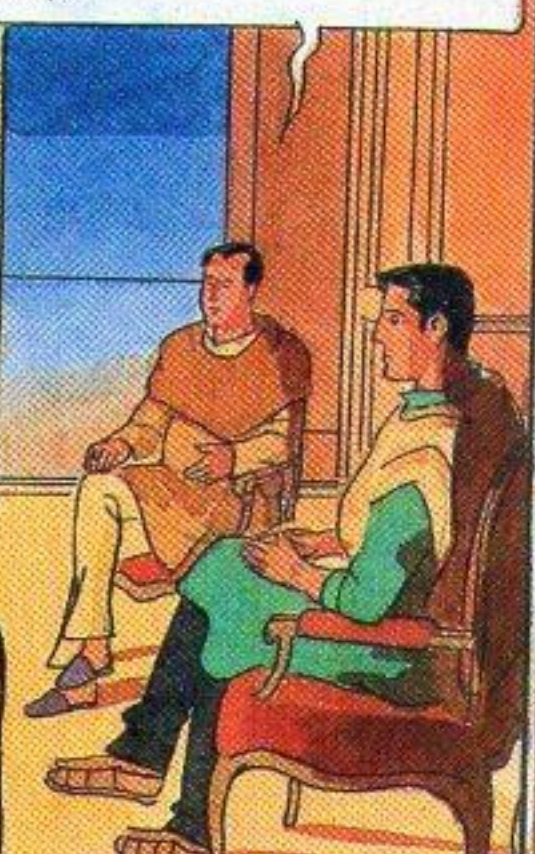
এক্সকিউজ় মি!
ডাঃ সরকার... একটা কথা জিজ্ঞেস করার ছিল... জয়ন্তর কাছে একটা চাবি থাকার কথা...
আমি দেখছি!
... না, ওর কাছে ত কোনও চাবি নেই... ও বলছে মেঝেতে একবার দেখতে...
ঠিক আছে আমি দেখছি...
জয়ন্তকে চিন্তা করতে বারণ করুন... রাখছি।
জয়ন্তর আগেও একবার এরকম হয়েছিল...
তোমরা গল্প করো... আমি একটু আসছি... একবার চা বলি।

?
বন্ধ!
আশ্চর্য,গেল কোথায়?
ডিনারের পর...
আপনি তখন ফস করে কোথায় গেলেন মশাই?
খুড়িমার ঘরে।
খুড়িমাকে দেখতে গিয়েছিলেন?
সেই সঙ্গে সিন্দুকের হাতল ধরে টানও দিয়ে এলাম।
খোলা নাকি?
বন্ধ। সেটাই স্বাভাবিক। যেভাবে পড়েছিলেন,তাতে মনে হয় ঘরে ঢোকার আগেই পড়েছেন।
www.fun-n-books.blogspot.com
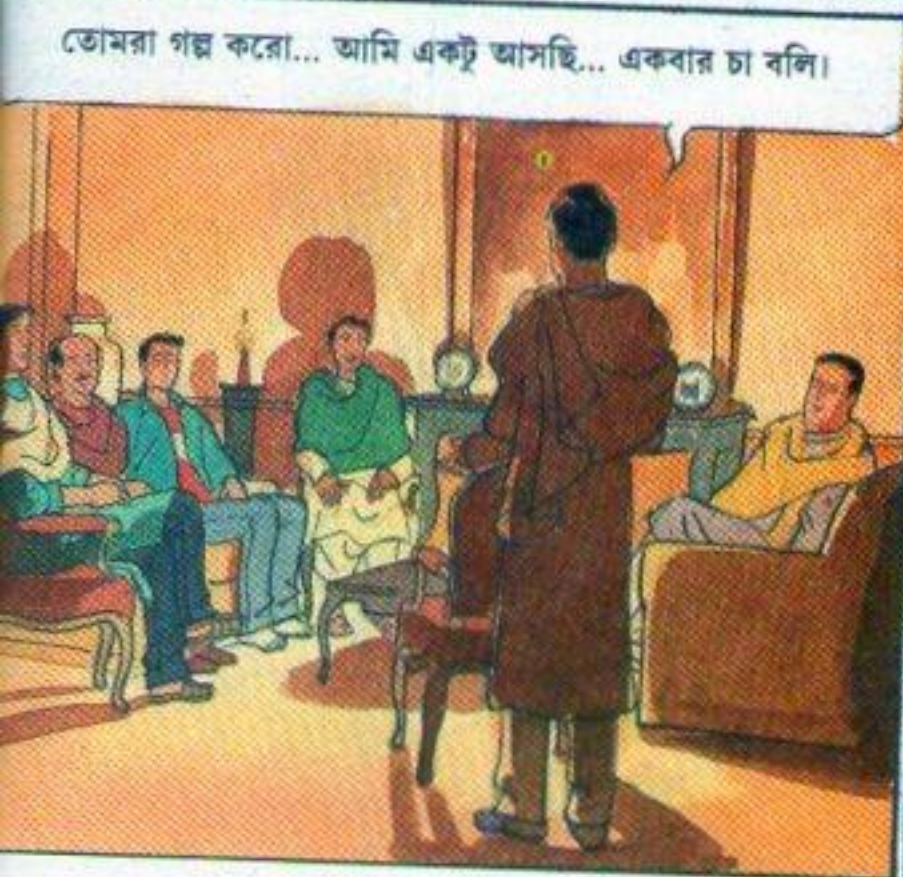
ন্তু কী বিশ্রী ব্যাপার। আগেও বার হয়েছিল। ওর ব্লাড প্রেশারটা কটু বেশি নেমে যায় মাঝে-মাঝে।
ফোনে আর কী বললেন ডাঃ সরকার?
সেটাই ত বলতে এলাম। চাবির কথাটা ভুলেই গিয়েছিলাম। কিন্তু জয়ন্তর কাছে চাবি নেই। হয়তো চাবিটা কোথাও পড়ে আছে।
আপনি খুঁজছেন?
তন্নতন্ন করে। সিঁড়ি, ল্যান্ডিং, সদর দরজার বাইরে... সে চাবি হাওয়া।
কগে, ডুপ্লিকেট আছে কাল সকালে খোঁজা বে... ও নিয়ে ভাববেন না।
তা না হয় ভাবব না। কিন্তু রহস্য ত দূর হল না। চোর ত অজ্ঞাতেই রয়ে গেল। ...আপনাকে মাথা খেলানোর সুযোগ দেব ভেবেছিলাম...
তাতে কী হল?... একে এরকম বাড়ি। তার উপর আপনার আতিথেয়তা...
ধন্যবাদ ... সাড়ে ছ'টায় চা দেবে। আটটায় ব্রেকফাস্ট।
এটা অ্যাটেমটেড মার্ডার নয়তো মশাই? মিঃ কাঞ্জিলাল আর মিঃ ম্যাজিশিয়ান দু'জনেই কিন্তু বাড়ির মধ্যে ঢুকেছিল।
র্ডারের দরকার ? কার্যসিদ্ধির না শুধু অজ্ঞান রলেই চলে।
কার্যসিদ্ধি?
জয়ন্তবাবুকে অজ্ঞান করে চাবিটা নিয়ে সিন্দুক খুলে যা বের করার বের করে আবার হাতে চাবি গুঁজে দিয়ে চলে আসা।
সর্বনাশ! এটা ত খেয়াল হয়নি!
তা হলে ত সাসপেক্ট দু'জন – কাঞ্জিলাল আর কালীনাথ।
উঁহু...মাথায় কেউ বাড়ি মারলে ত সেটা জ্ঞান হলে বলতেন; তা ত বলেননি। তা ছাড়া খুড়িমা রয়েছেন... ব্যাপারটা অত সহজ নয়।

হাউ

হাউ
হাউ

www.fun-n-books.blogspot.com

ঠক
ঠক
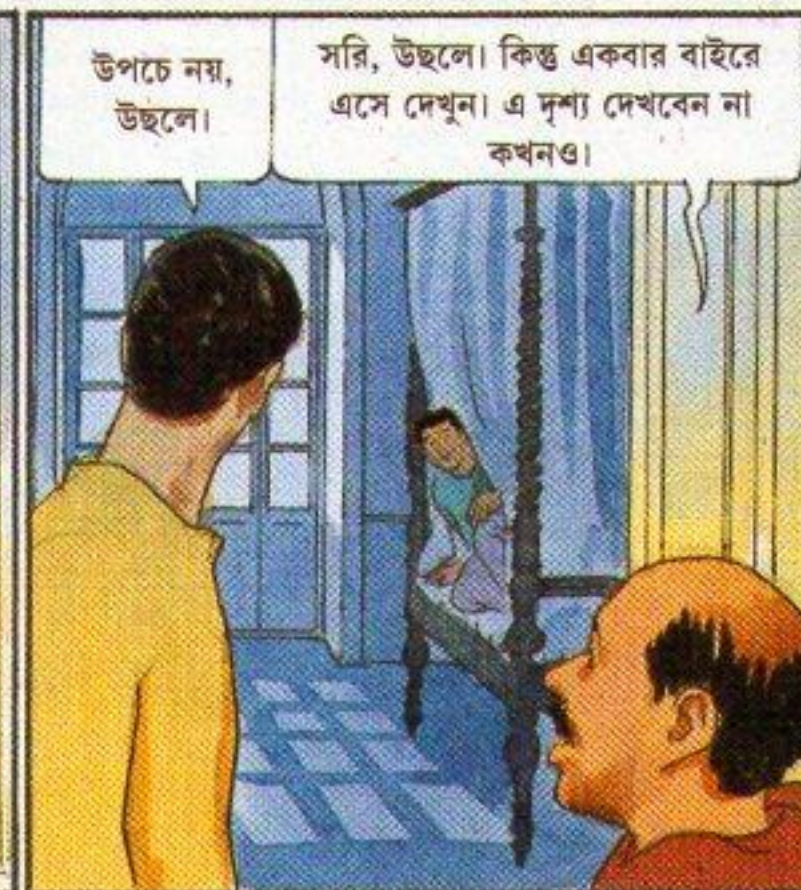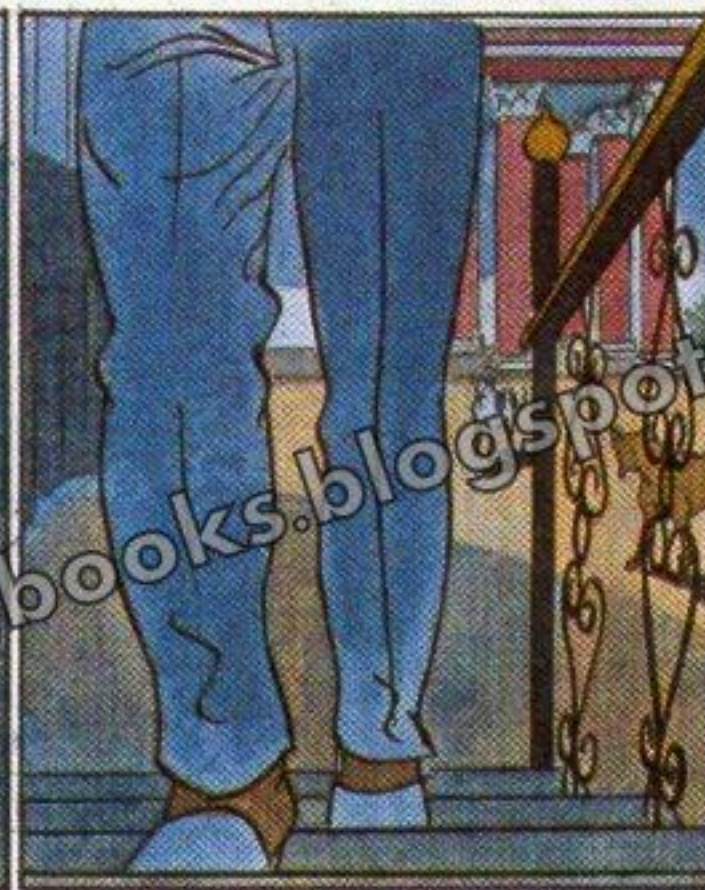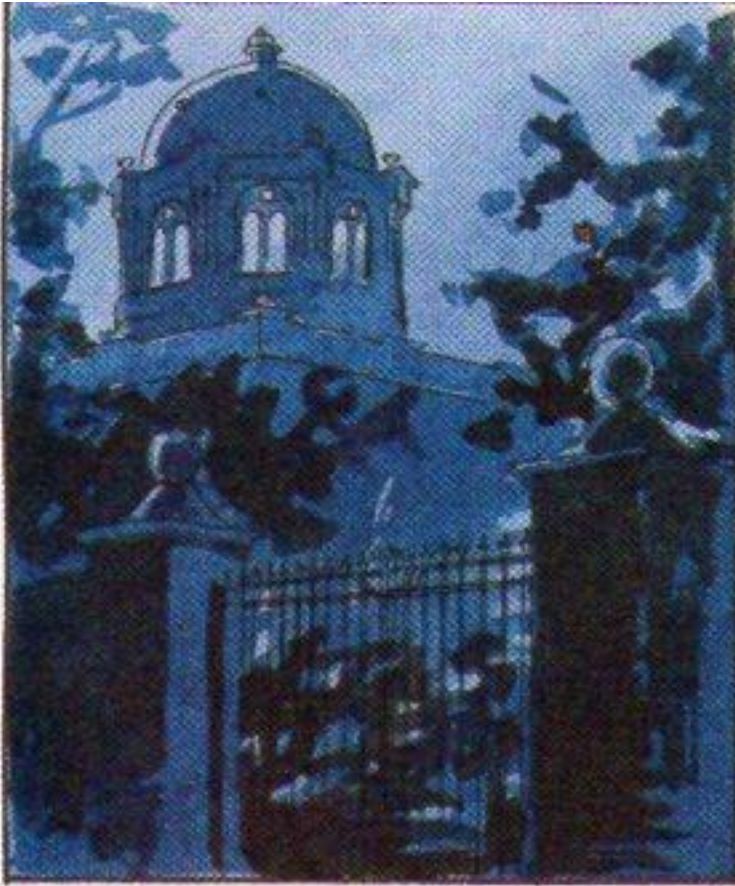
বারান্দায় গেসলুম। চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে, মশাই, উপচে পড়ে আলো!

উপচে নয়, উছলে।
সরি, উছলে। কিন্তু একবার বাইরে এসে দেখুন। এ দৃশ্য দেখবেন না কখনও।

আপনি একা কাব্যি করবেন,
হতে দেওয়া যায় না।

চাঁদের মাটিতে মানুষের পা পড়লেও, এর মজা কোনও দিন নষ্ট হওয়ার নয়।
একটা মারাত্মক পোয়েম আছে চাঁদ নিয়ে।
আপনার এথিনিয়াম ইনস্টিটিউশনের বাংলার শিক্ষকের লেখা?
ইয়েস। বৈকুণ্ঠ মল্লিক। এই পোড়া দেশে রেকগনিশন পেলে না...
আহা দেখ চাঁদের মহিমা
কভু বা সুগোল রৌপ্যথালি
কভু আধা কভু সিকি কভু একফালি
যেন সদ্য কাটা নখ পড়ে আছে নভে-
সেটুকুও নাহি থাকে যবে
আসে অমাবস্যা-
সেই রাতে তুমি তাই
অচন্দ্রমপশ্যা!
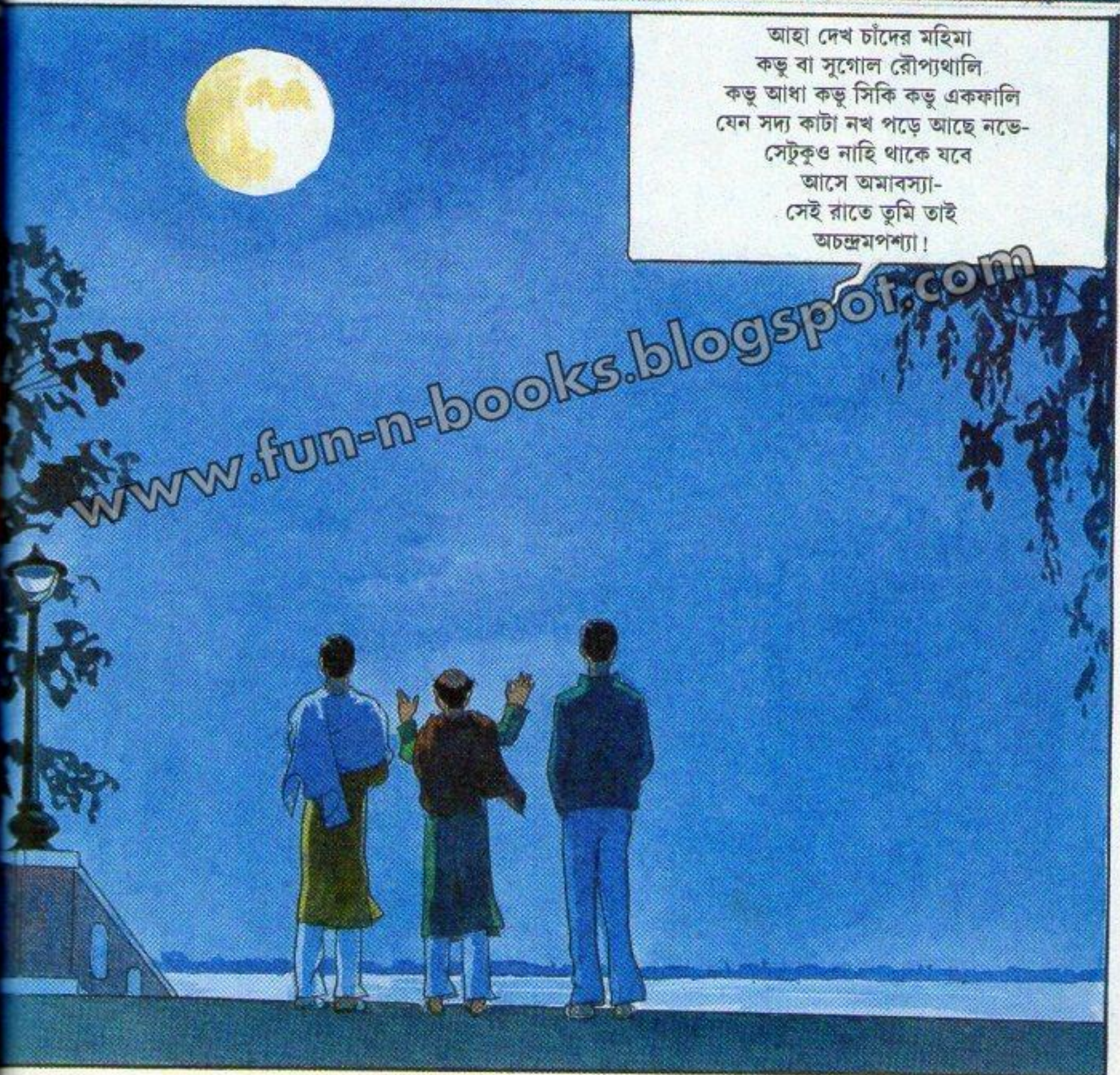
বুঝতেই পারছ, তপেশ। পদ্যটা একজন লেডিকে অ্যাড্রেস করে লেখা।
একজন লেডিকে ত আপনি আবৃত্তির ঠেলায় জানলায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন।

হাসনুহানার গন্ধ, ফুরফুরে বাতাস, সব মিলিয়ে সত্যিই অমরাবতী!

পীনে এক!
হা...এরকম হেল্থ
নিক আর কোথায়
পাবে...

ঢং
ঢং

সিঁদ কাটছে নাকি মশাই?

মিঃ কাঞ্জিলাল...ওটাই শঙ্করবাবুর ঘর।

এই মাঝরাত্তিরে কী আলোচনা মশাই?
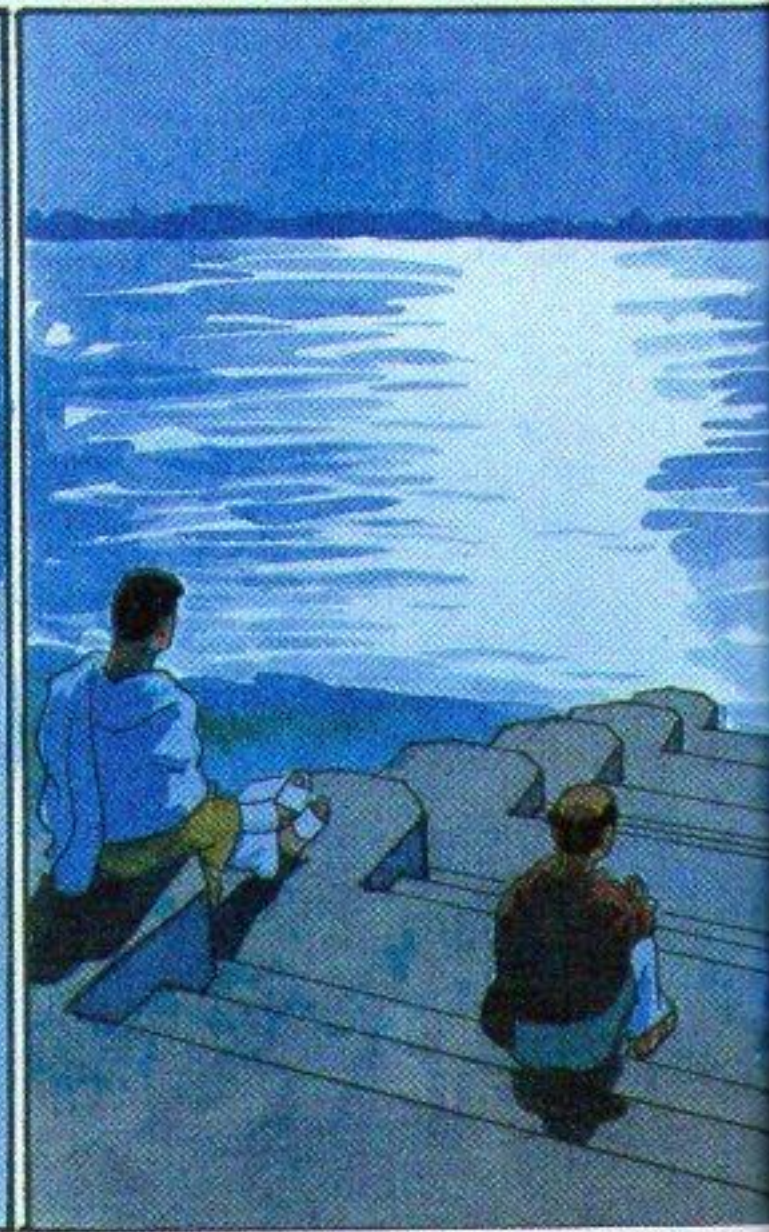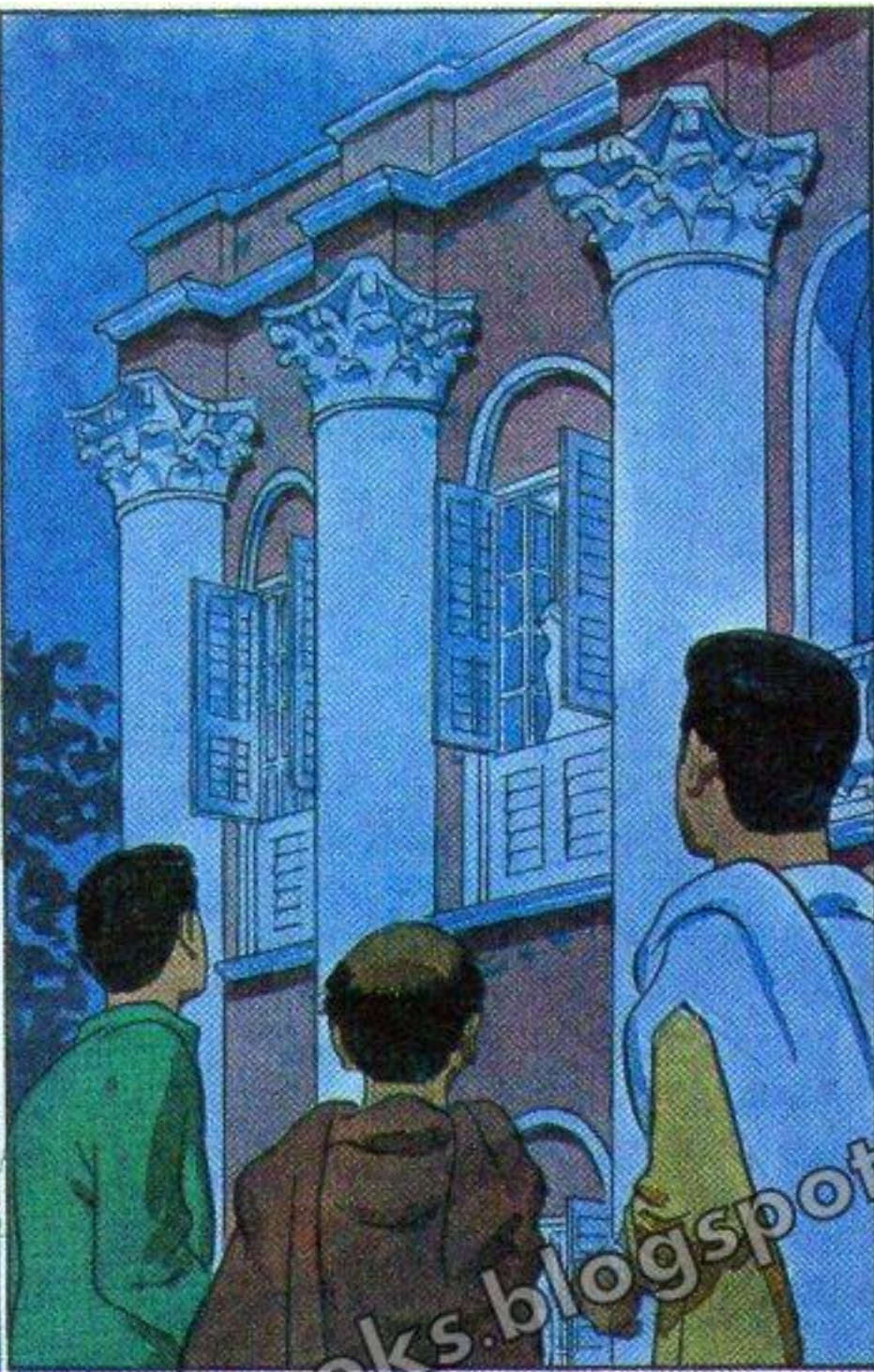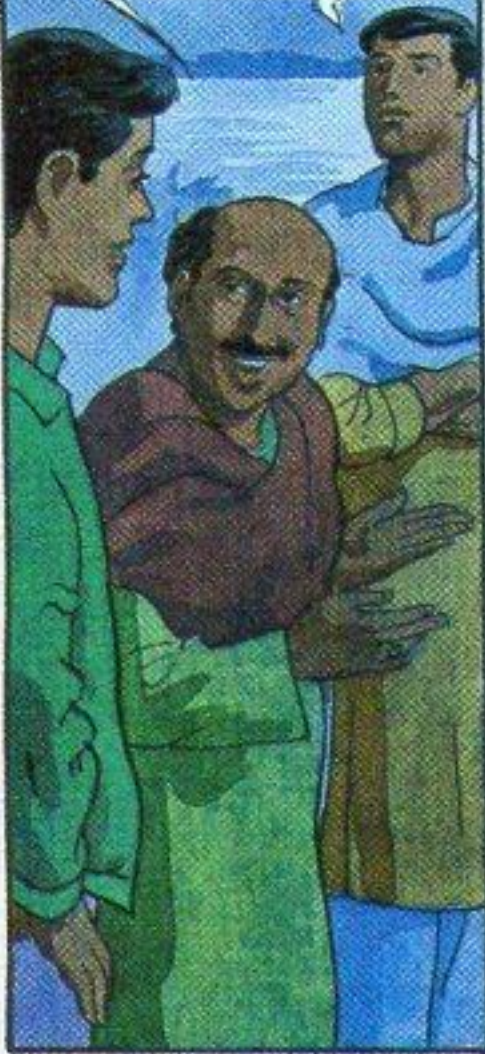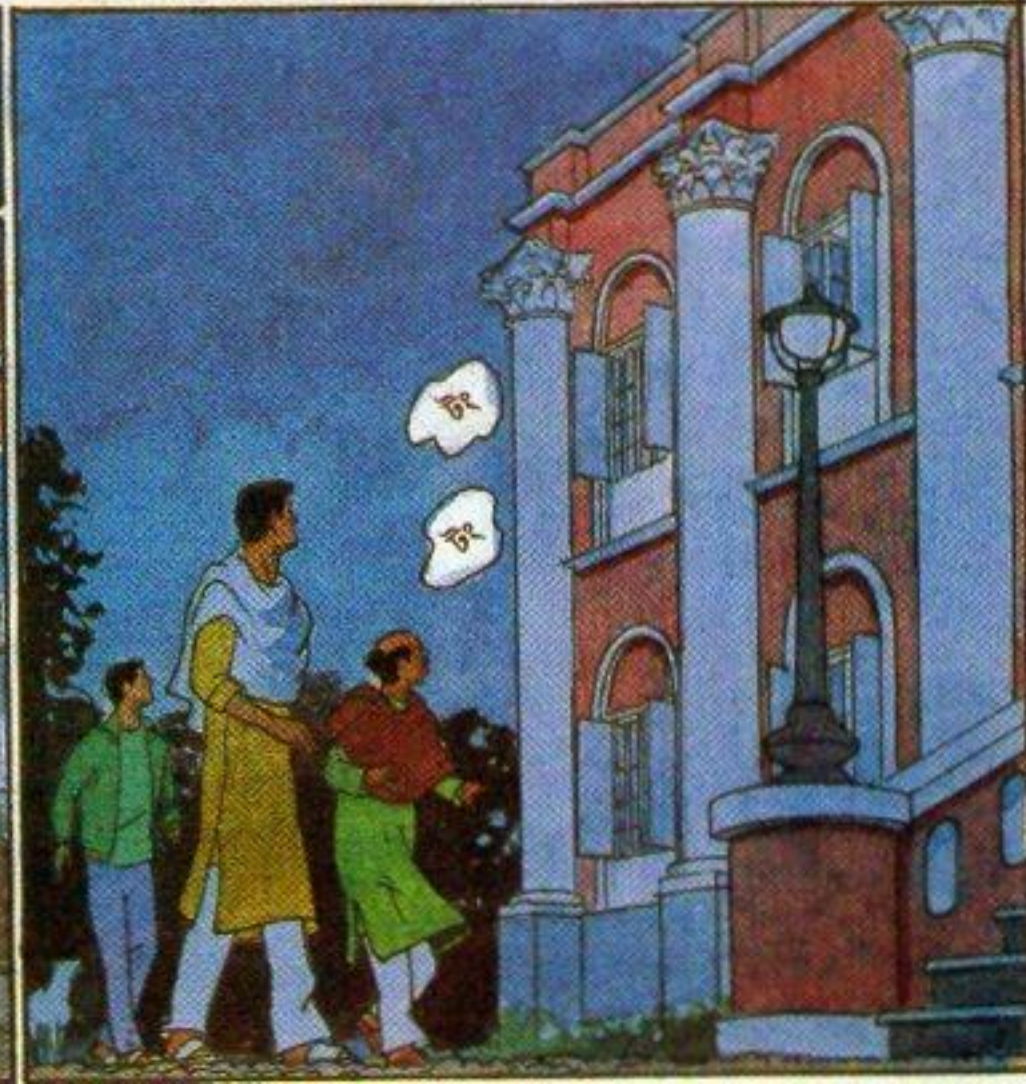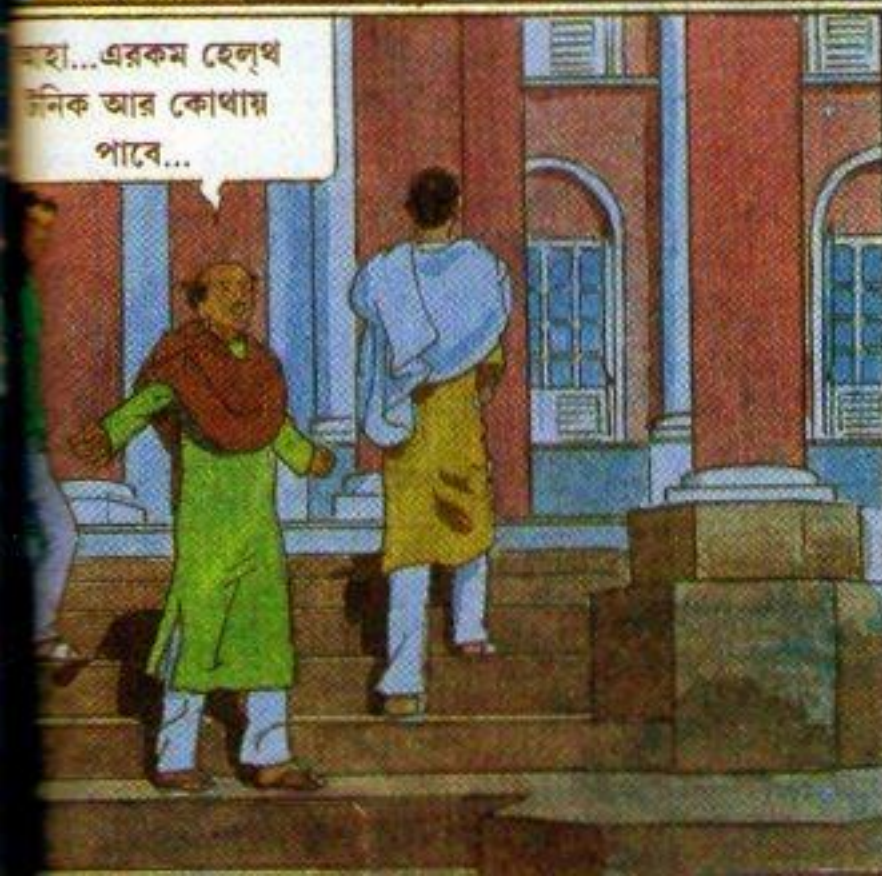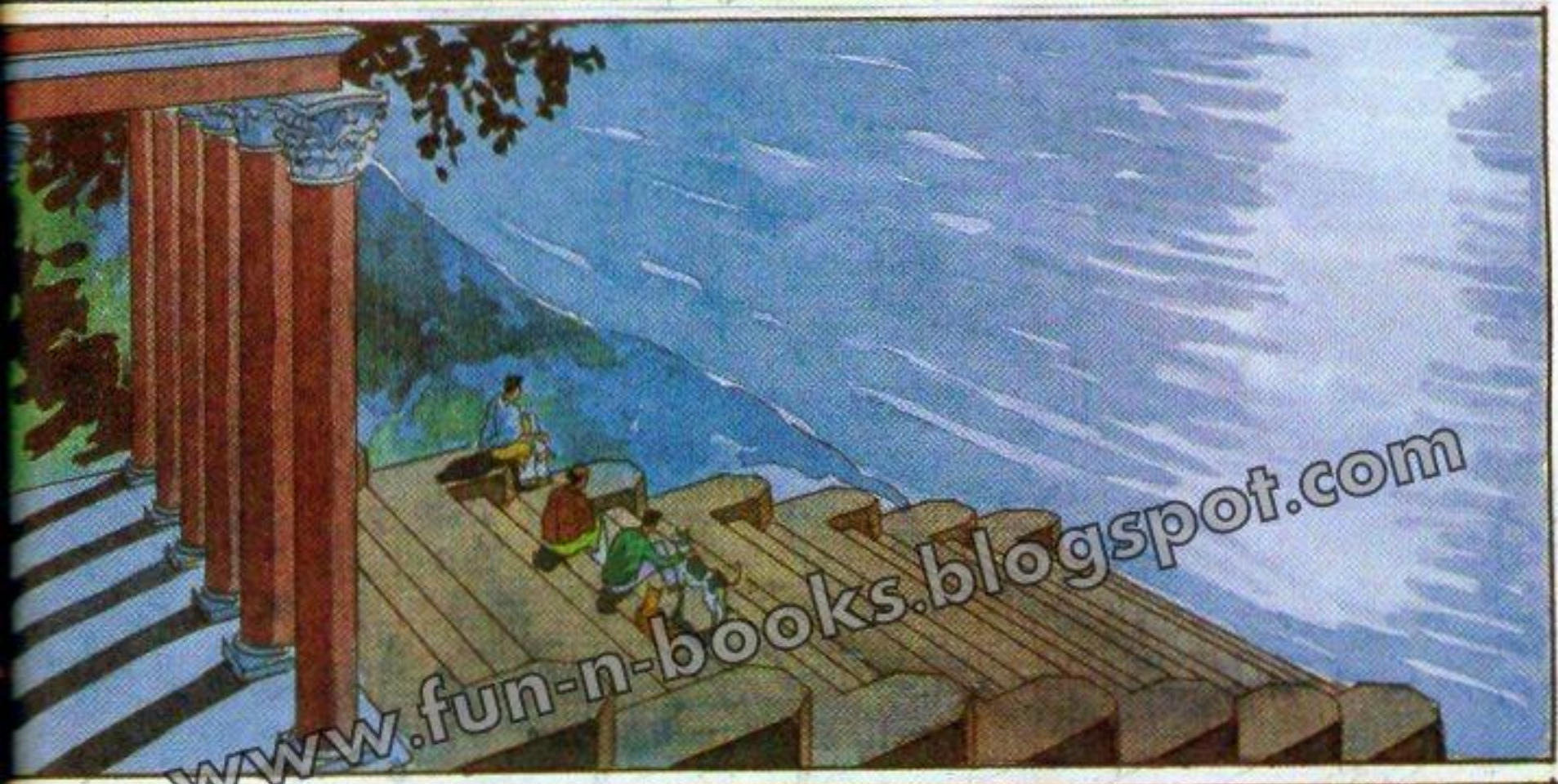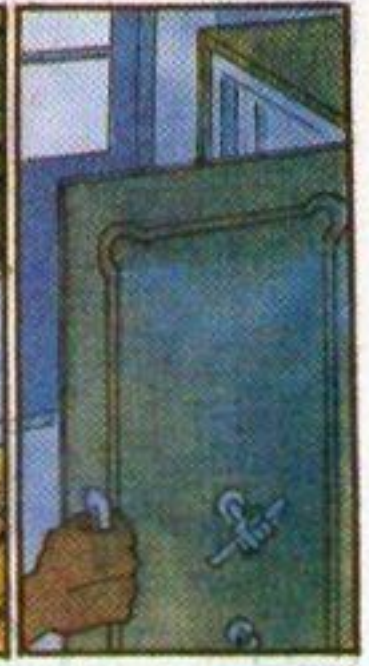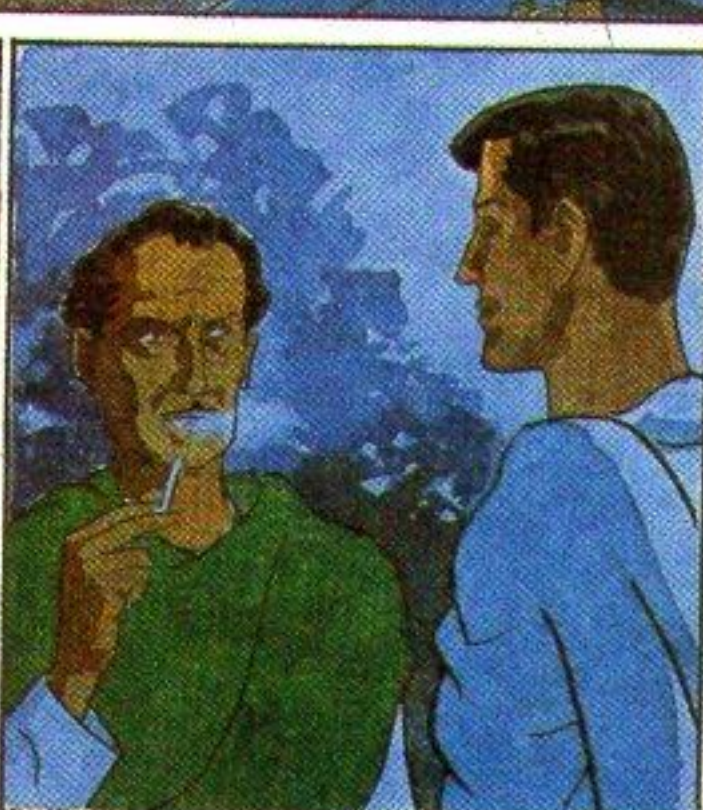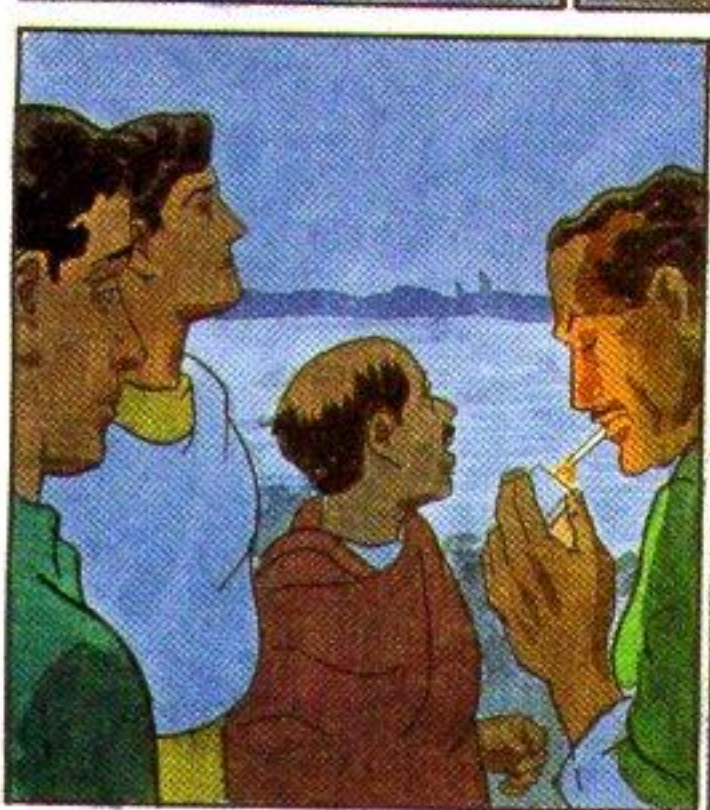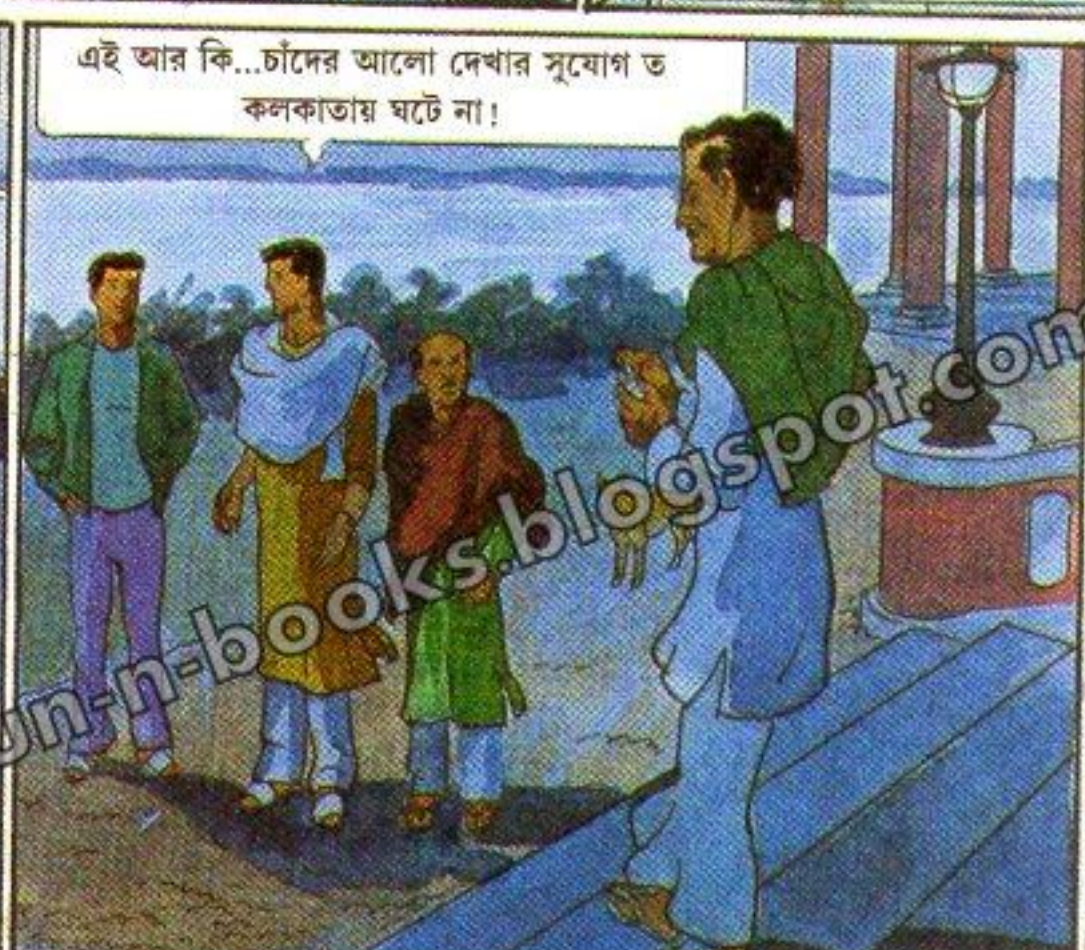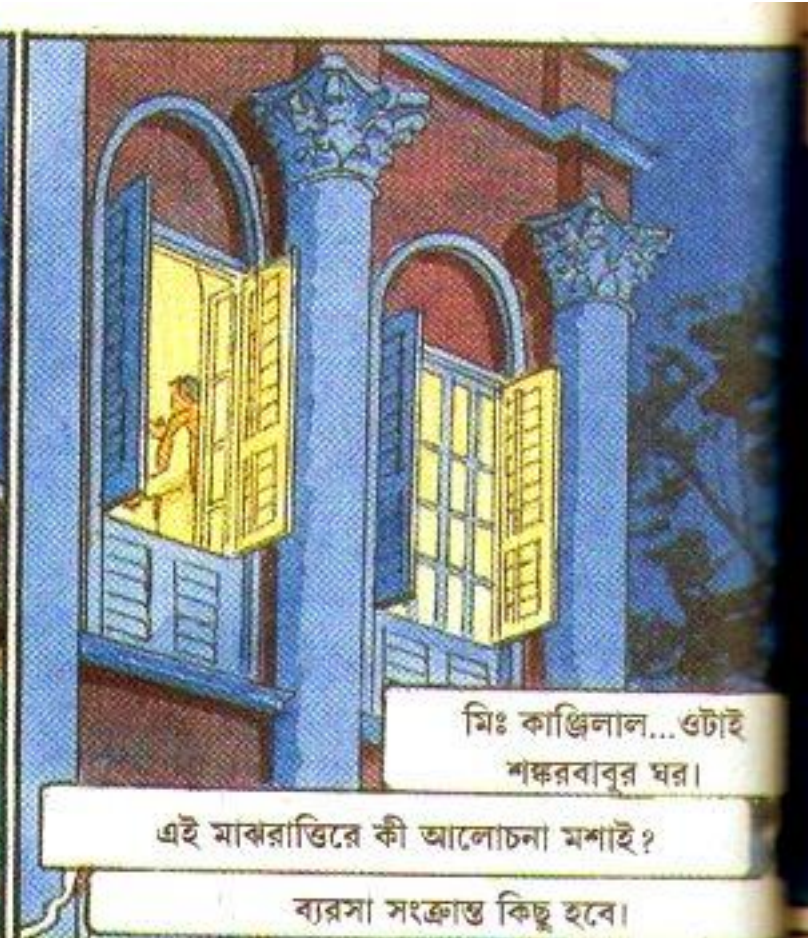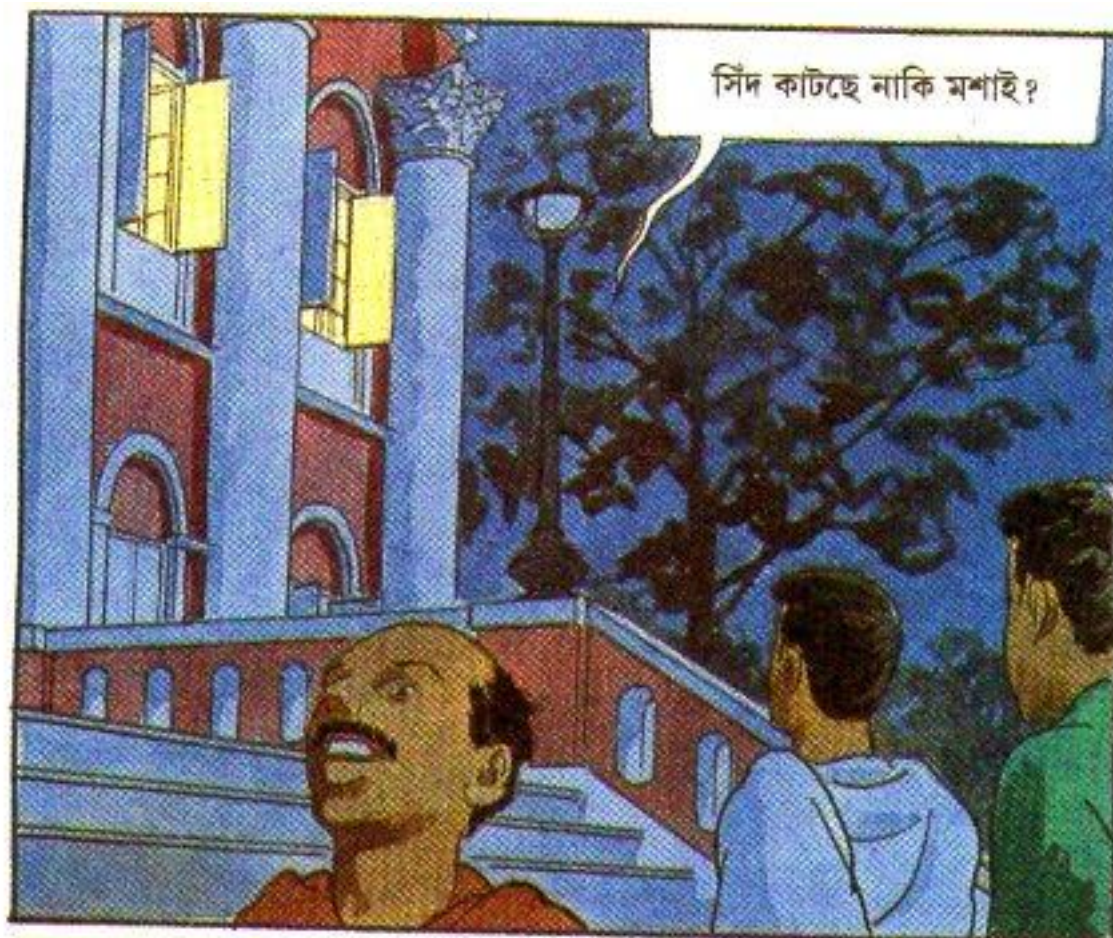
ব্যবসা সংক্রান্ত কিছু হবে।

াক। অন্তত একজন আমার আসল পরিচয়টা জানে দেখে ভালই লাগল।
তা জানবে না কেন মিঃ মিত্তির? এ শর্মা অনেক ঘাটের জল খেয়ে চোখ-কান দুইই খুলে গিয়েছে।
আপনি কি রহস্যই করবেন, না খুলে বলবেন?
খুলে আর ক'জন বলতে পারে? বেশির ভাগই ত মুখচোরা। আর দুঃখের বিষয়, আমিও যে সেই দলেই পড়ি! আপনি গোয়েন্দা, খুলে বলার কাজ হল আপনার।
তবে একটা কথা। অমরাবতীতে এসেছেন, দু'দিন ফুর্তি করে ফিরে যান। আপনার পেশাটাকে কাজে লাগাতে যাবেন না...
আপনার উপদেশের জন্য ধন্যবাদ।
www.fun-n-books.blogspot.com
কটা অনেক জানে বলে নে হচ্ছে?
একটা জিনিস ত জানতেই পারে।
কী?
চুরিটা কে করেছিল...সে ত ওঁর পাশেই ছিল।
সেটা ত উনি নিজেও করে থাকতে পারেন...
এগ্‌জ্যাক্টলি।
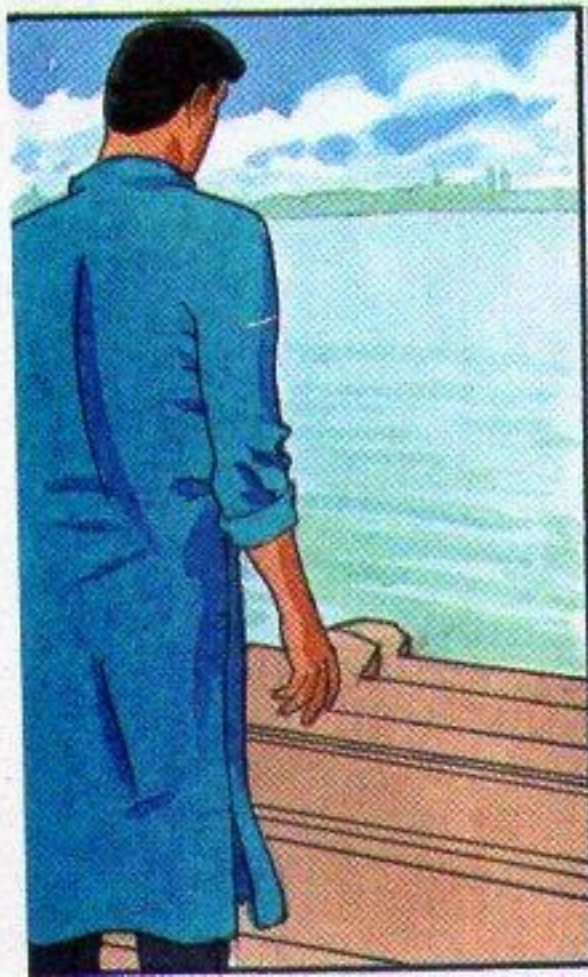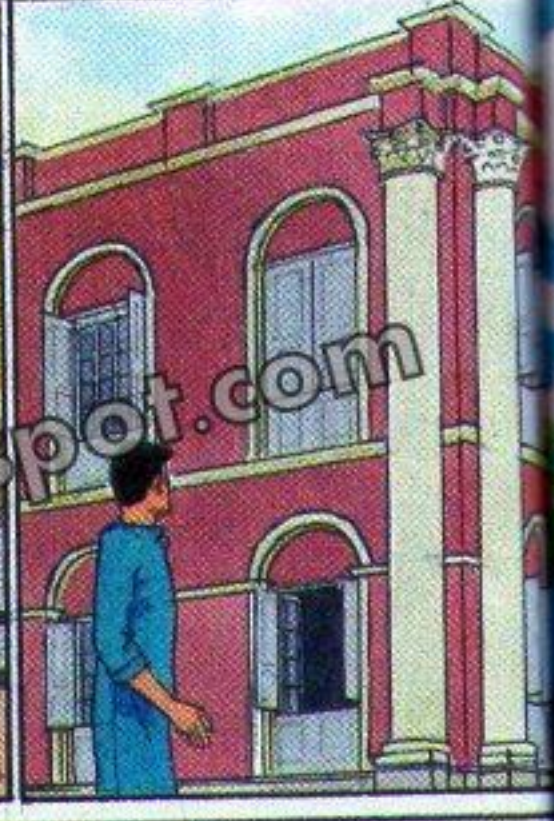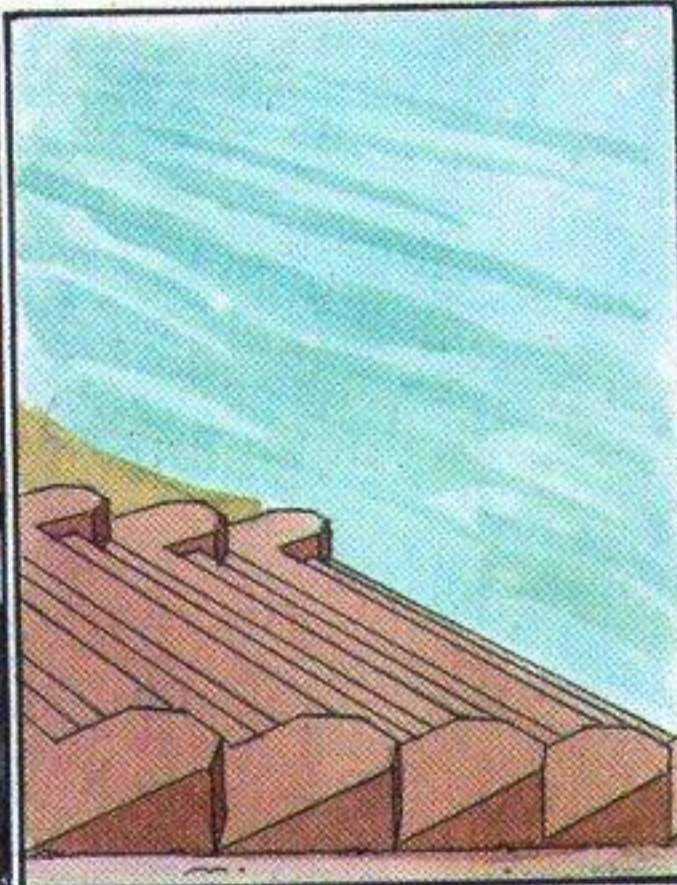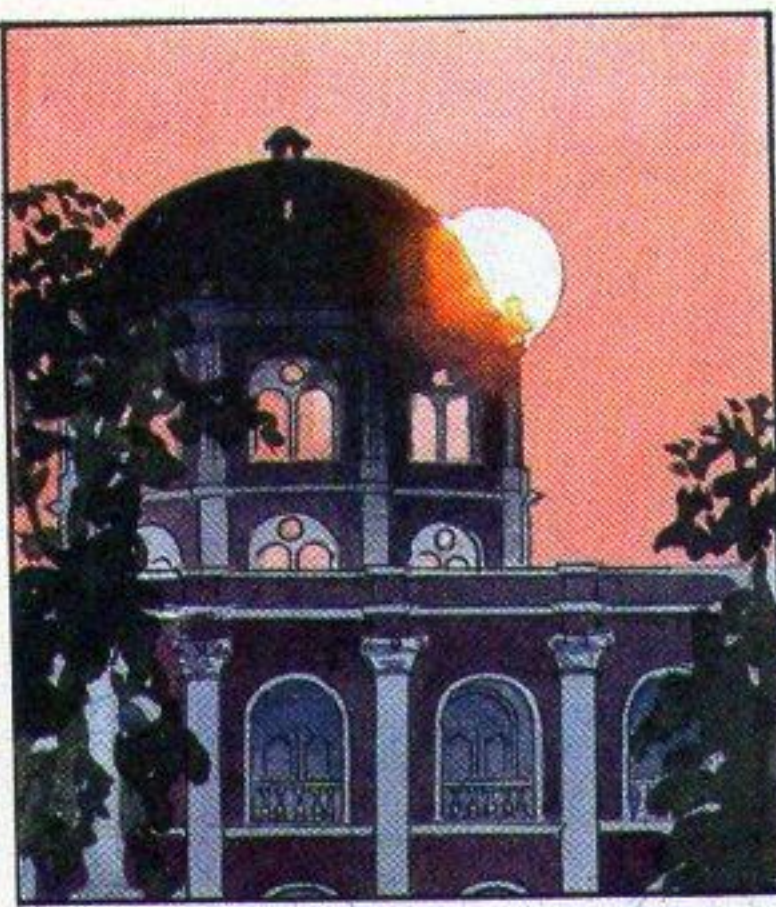
খুড়িমার কী ব্যাপার...স্নান হয়ে গিয়েছে...
দেখে মনে হচ্ছে মা-ঠাকরুন এখনও গঙ্গাস্নানে যাননি...এমনিতে ছ'টার মধ্যে সারা হয়ে যায়।

এমন সলিড ঘুম অনেক দিন হয়নি।
খুড়িমা'র উঠতে দেরি দেখে মনে হচ্ছে, তিনিও খুব সলিড ঘুমিয়েছেন।
?
গুড মর্নিং!
গুড মর্নিং!
আমি কিন্তু ধরা পড়ে গিয়েছি মিঃ চৌধুরী। আপনার বাল্যবন্ধু আমায় চিনে ফেলেছেন।
সে কী?
ঠিকই বলেছেন। উনি গভীর জলের মাছ।
তা হলে কি বলছেন আপনার পরিচয়টা দিয়েই দেব?
...সঙ্গে আপনাকে জানিয়ে দিতে হবে, আমাকে কেন ডেকেছেন। অর্থাৎ এতদিন যে কথাটা চেপে রেখেছিলেন সেটা প্রকাশ করতে হবে।
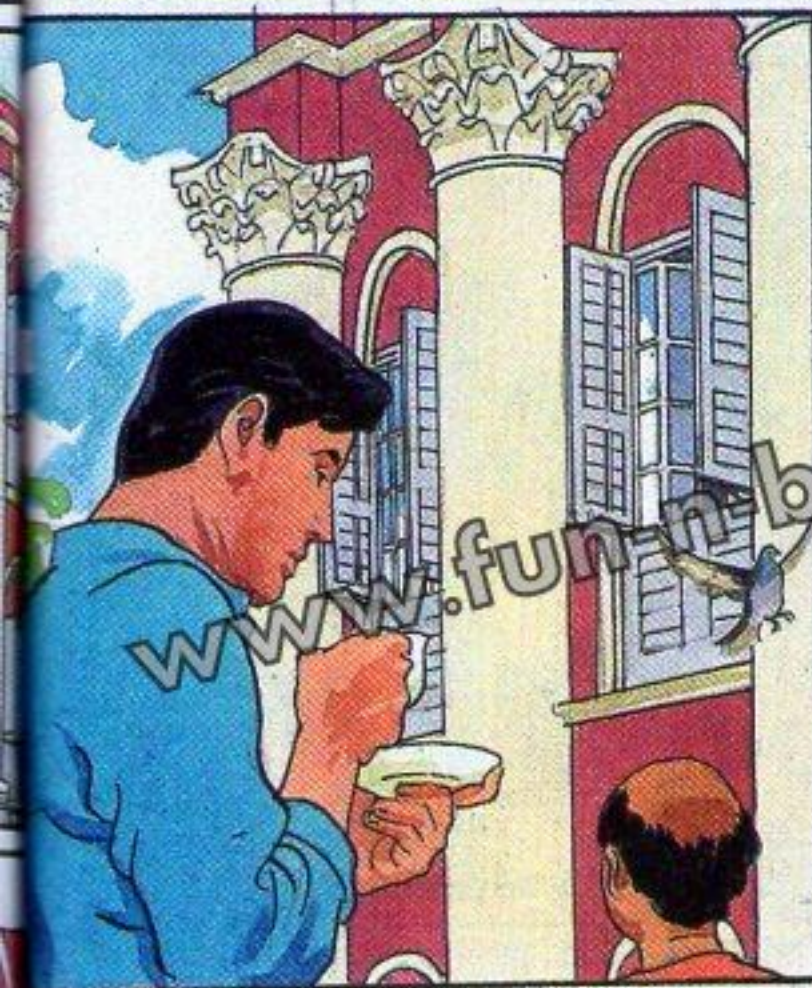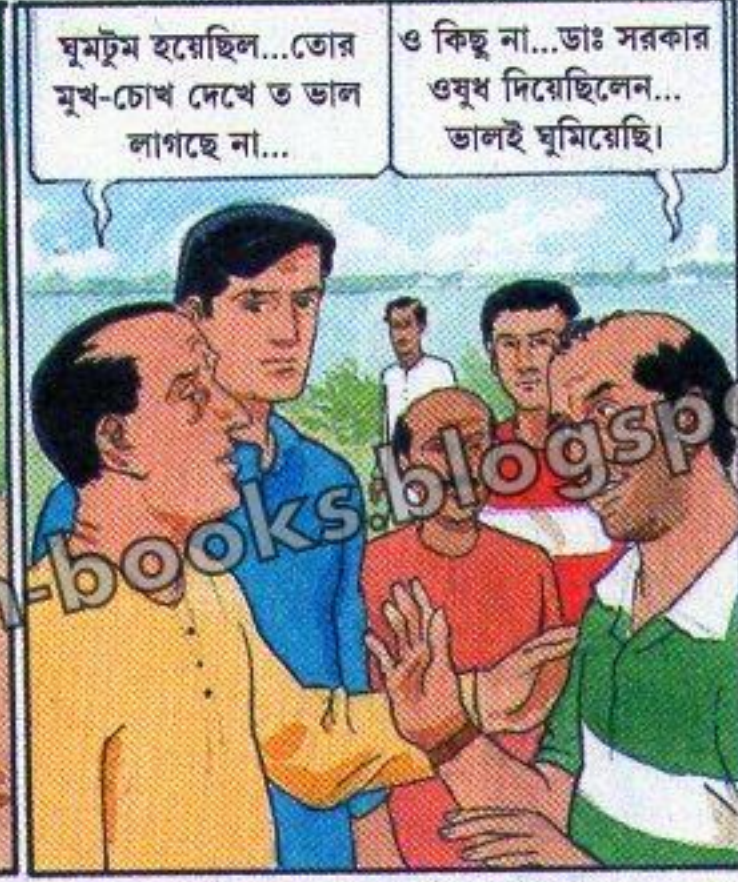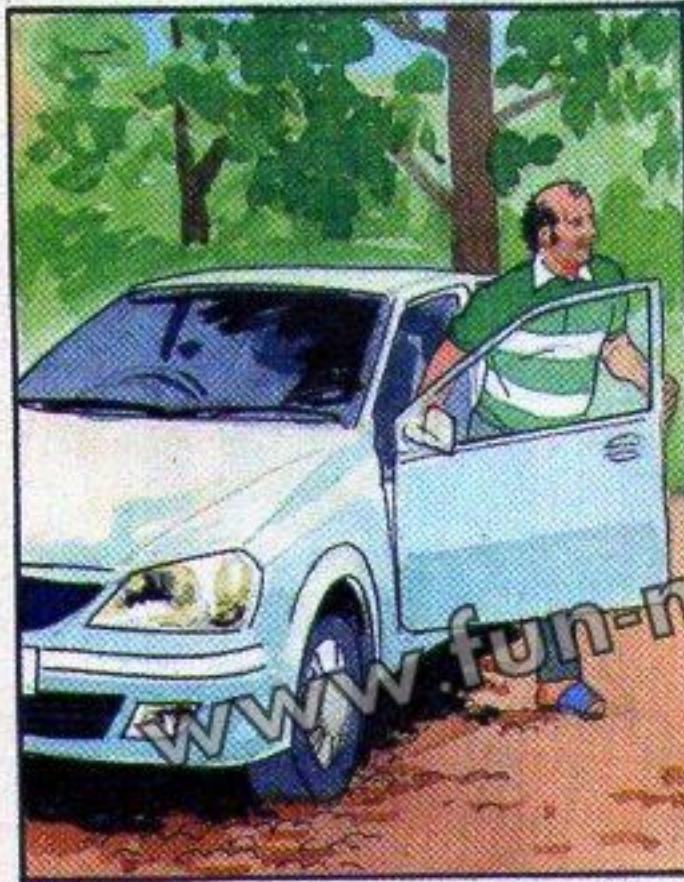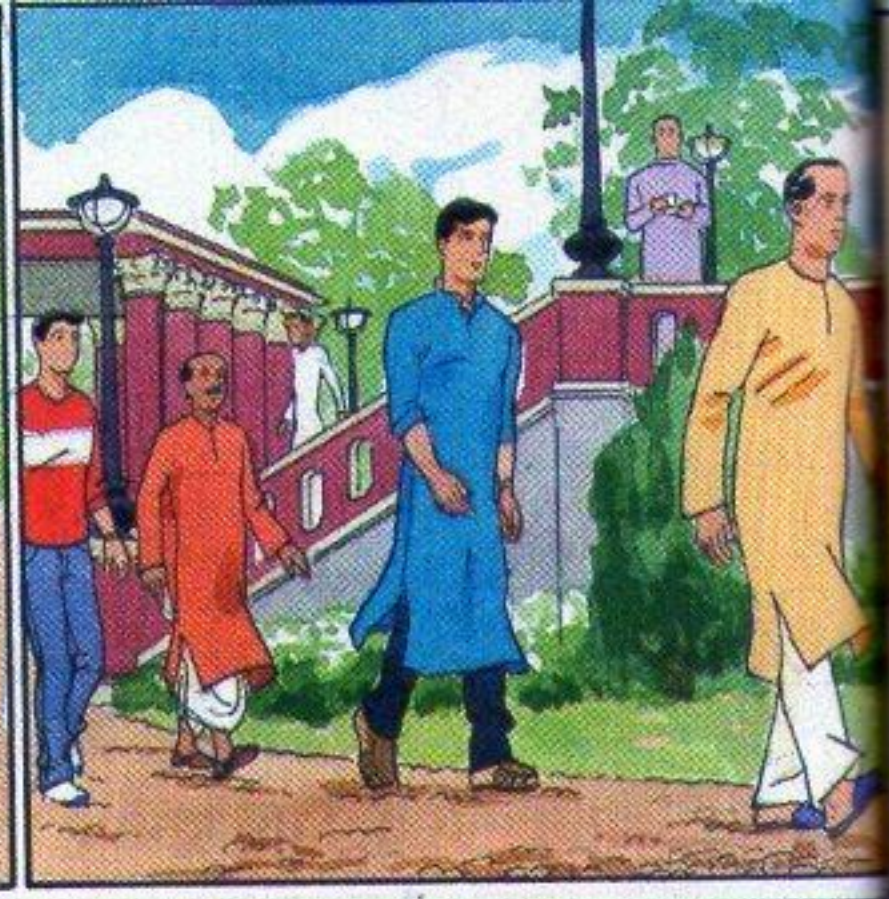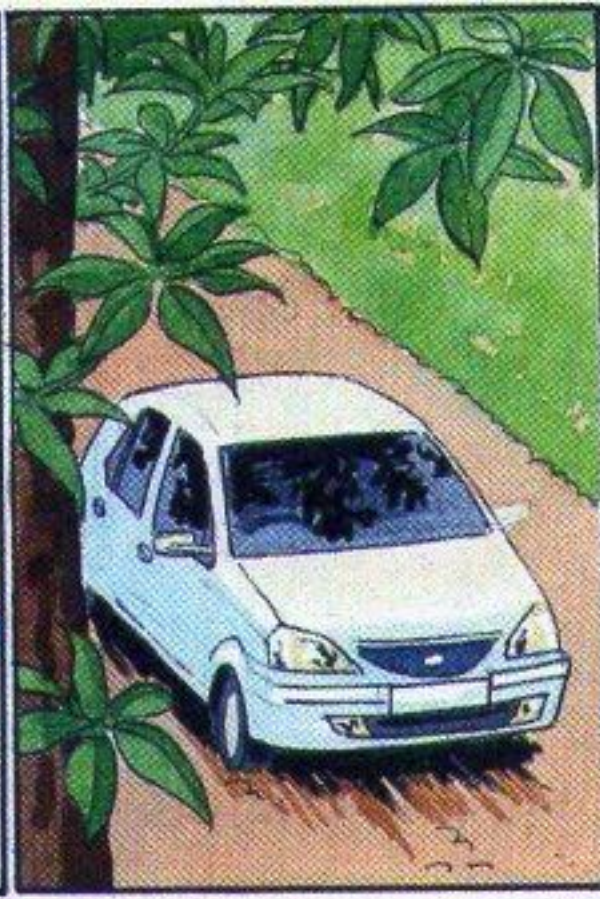
ঘুমটুম হয়েছিল...তোর মুখ-চোখ দেখে ত ভাল লাগছে না...
ও কিছু না...ডাঃ সরকার ওষুধ দিয়েছিলেন... ভালই ঘুমিয়েছি।
আপনারা চা খাবেন ত?
মন্দ হত না।
চলুন একসঙ্গেই বসা যাক।

দাঁড়ান। আগে একটা কাজ সেরে নেওয়া দরকার।
কাজ?
আপনার খুড়িমা'র কাছে সিন্দুকের যে ডুপ্লিকেট চাবিটা আছে, সেটা চাইলে পাওয়া যাবে নিশ্চয়ই...
তা নিশ্চয়ই যাবে, কিন্তু...
একবার সিন্দুকটা
দেখতে চাই।
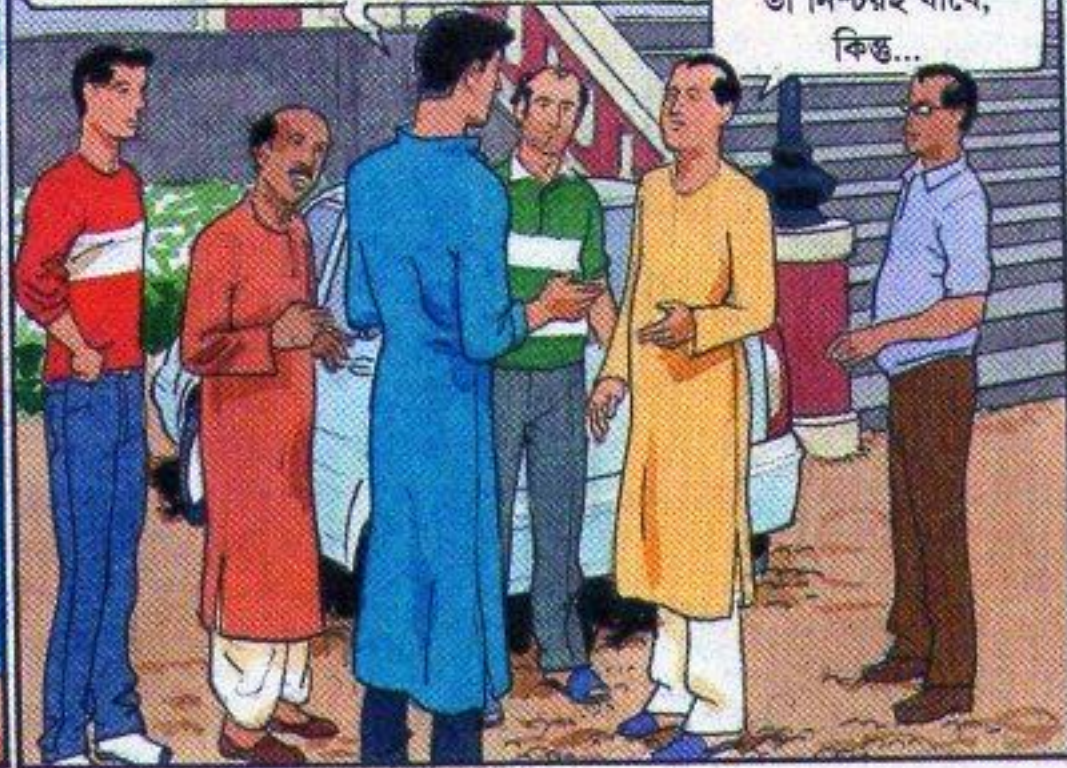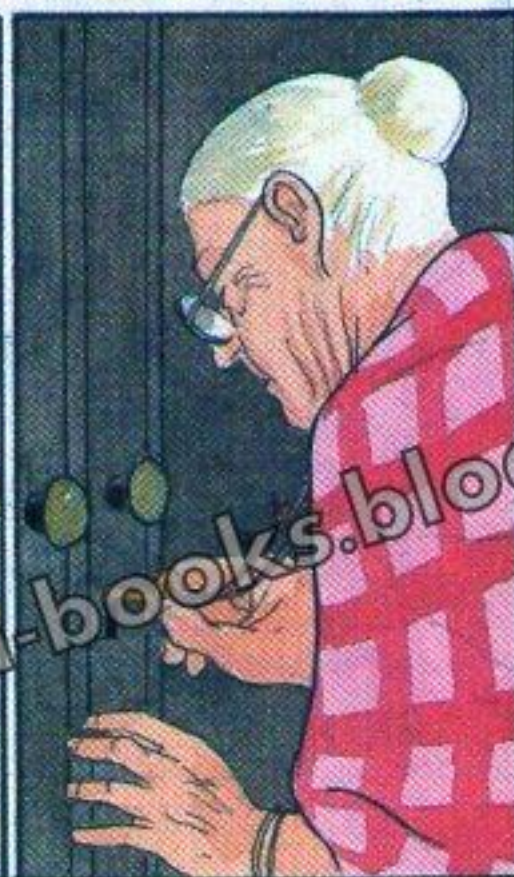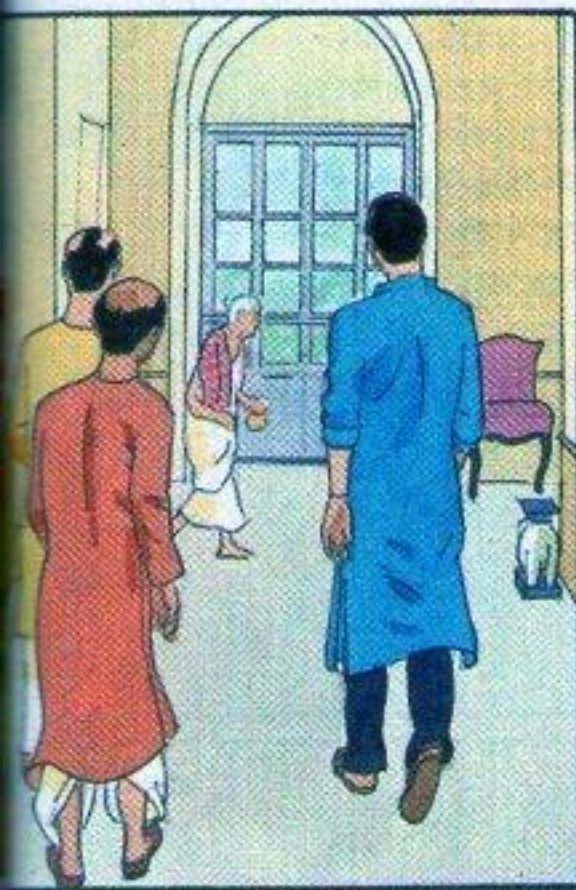
আজ তোমার এত দেরি?
আর বলিস না। চোখ মেলে দেখি, ঝাঁ-ঝাঁ রোদ।
তোমার চাবিগোছাটা একবার দিতে হবে খুড়িমা। সিন্দুকটা খুলব।
তোর কাছেও ত...
আমারটা খুঁজে পাচ্ছি না।
নে নে, ধর...স্নানটা সেরে আসি।
সর্বনাশ! থলি, বাক্স কিছু নেই!
ওটা বন্ধ করুন। সত্য উদ্ঘাটনের সময় এসেছে। আমার আসল পরিচয়টা সকলকে জানিয়ে দিন এবং কয়েকটি প্রশ্ন করব, সেটাও জানিয়ে দিন।
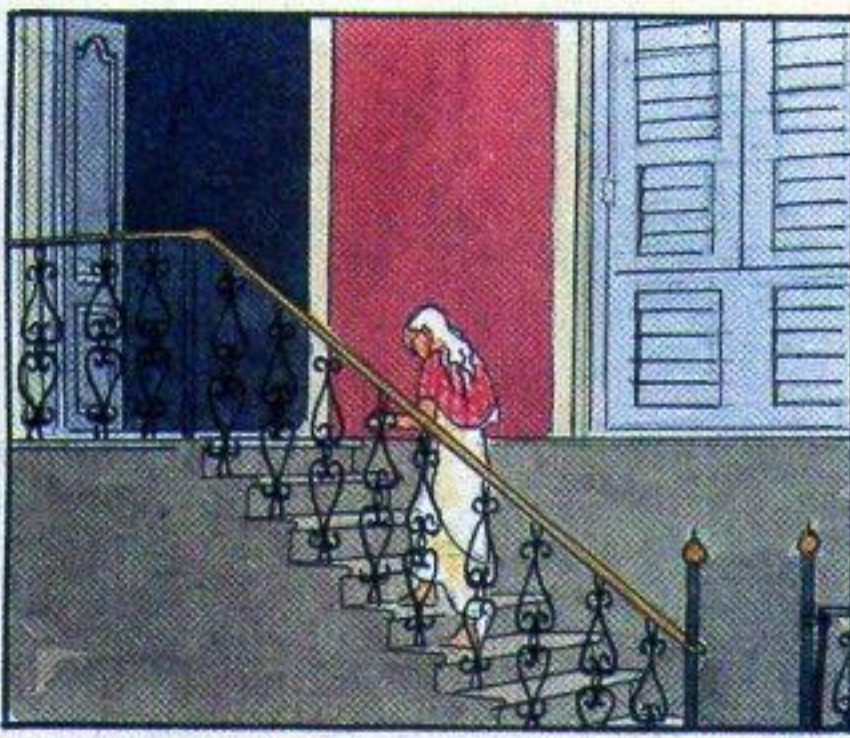
...আমারই অতিথি হয়ে এসে আমার এত কাছের লোক যে এমন কাজ করতে পারে, সেটা স্বপ্নেও ভাবিনি। আর সেই কারণেই আমি কলকাতার স্বনামধন্য ইনভেস্টিগেটর প্রদোষ মিত্রকে ডেকেছি এর কিনারা করার জন্য। ইনি তোমাদের কয়েকটা প্রশ্ন করবেন। আশা করি তোমরা তার ঠিক জবাব দেবে।
ডাঃ সরকার, পানিহাটিতে ক'টা হাসপাতাল আছে?
একটাই।
...আর সেখান থেকেই কাল রাত্রে ফোন করেছিলেন?
হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন জানতে পারি?
কারণ, আজ সকালে আমি সে হাসপাতালে গিয়েছিলাম। জয়ন্তবাবু সেখানে যাননি।
কাল রাত্রে যে আমি হাসপাতাল থেকে ফোন করেছিলাম, সেকথা ত আমি শঙ্করবাবুকে বলিনি।
আমার বাড়ি থেকে। যাওয়ার পথেই জয়ন্তবাবুর জ্ঞান হয়। বুঝলাম,আঘাত গুরুতর নয়। তবু একবার দেখব বলে বাড়িতে নিয়ে যাই। ঠিক করি, রাতে রেখে সকালে পৌঁছে দিয়ে যাব।

এবার জয়ন্তবাবুকে একটা প্রশ্ন। সিন্দুকের চাবিটা ত আপনার হাতেই ছিল?
মাথা ঘুরে পড়ার সময় পড়ে গিয়েছিল বোধ হয়...
কাছাকাছি থাকার কথা...তা ত ছিল না।
সেটার আমি কী জানি? আপনি কি বলতে চাইছেন সেটা সরাসরি বলুন না!
আর-একটা প্রশ্ন আছে ডাক্তারবাবুকে। তার পরেই সরাসরি বলছি।
ডাঃ সরকার, হিমোগ্লোবিন বলে একটা পদার্থ আছে, জানেন নিশ্চয়ই?
কেন জানব না?
াধারণ লোকের াখে হিমোগ্লোবিন ার রক্তের তফাত ধরা পড়ে না...
ইয়েস।
এবার বলি...আমার বিশ্বাস, জয়ন্তবাবু অজ্ঞান হননি, অজ্ঞান হওয়ার ভান করেছিলেন – ডাঃ সরকারের সঙ্গে একজোট হয়ে। কারণ, তাঁদের দু'জনেরই এই বাড়ি থেকে চলে যাওয়ার দরকার ছিল।
ননসেন্স! কেন, চলে যাব কেন?
কারণ, মাঝরাত্তিরে গোপনে আবার ফিরে আসবেন বলে!
ফিরে আসব?
উত্তরের ফটক দিয়ে ঢুকে পিছনের সিঁড়ি দিয়ে উঠে আপনার মা'র ঘরে যাবেন বলে।
আপনি একটু বাড়াবাড়ি করছেন মিঃ মিত্তির। মা রাত্তিরে ঘণ্টা দুয়েকের বেশি ঘুমোন না। তা-ও পাতলা ঘুম।
এমনিতে ঘুমোন না, কিন্তু ঘুমের ওষুধ খাওয়ালে? ধরুন, যদি ডাক্তারবাবু তাঁকে দেখার সময় তাঁর দুধভাতে কিছু মিশিয়ে দিয়ে থাকেন?
শঙ্করবাবুর পুরো প্ল্যানটা ভেস্তে দিয়ে মাঝরাত্তিরে এসে চুরিটা সারার দরকার ছিল। অবিশ্যি চাবি না থাকায় মায়ের চাবিটা বের করে নিতে হয়েছিল।
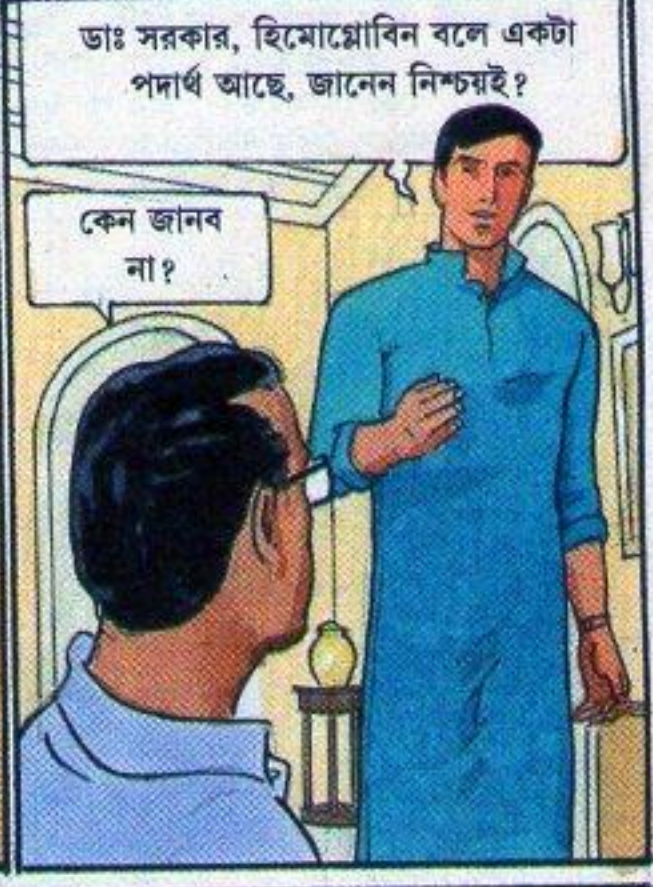
...আমার এই বন্ধুর আবৃত্তি শুনে কিঞ্চিৎ বিচলিত হয়ে পড়েন। তাই খুড়িমা সেজে এসে জানলায় দাঁড়িয়ে প্রমাণ করতে হয়েছিল, উনি জেগেই আছেন... তার পর হামানদিস্তা পিটিতে শুরু করেন...কিন্তু পান থাকলে শব্দটা হয় অন্য রকম; এটা ছিল ফাঁকা শব্দ।
...কিন্তু তারপর?
তারপর চাবি নিয়ে সিন্দুক খোলা।
কোন অপরাধে আমাদের অভিযুক্ত করছেন, মিঃ মিত্তির? অজ্ঞান হওয়ার ভান করা...ঘুমের ওষুধ দেওয়া? সিন্দুক খোলা?
তার মানে সবক'টাই করেছেন স্বীকার করছেন
এর কোনওটার জন্য শাস্তি হয় না সেটা আপনি জানেন? আসল ব্যাপারে আসছেন না কেন?
ঘটনা যে দু'টো, একটা ত নয়। আগে প্রথমটা সেরে নিই – এক বছর আগের চুরি।
সেটা আপনি সারবেন কী করে, মিঃ মিত্তির? আপনি কি অন্তর্যামী? আপনি তখন কোথায়?
আমি ছিলাম না ঠিকই, কিন্তু অন্য লোক ত ছিল।
আপনি কাল রাত্তিরে কী বিপদের কথা ভেবে আমাকে তদন্ত বন্ধ করতে বলেছিলেন সেটা বলবেন, কালীনাথবাবু?
অপ্রিয় সত্য প্রকাশ করার বিপদ নেই? শঙ্করের মনের অবস্থাটা ভেবে দেখুন ত...
না, নেই বিপদ। এক বছর ব্যাপারটা ধামাচাপা রয়েছে। এবার প্রকাশ হওয়াই ভাল। ...কিছু জেনে থাকো ত বলে ফ্যালো, কালীনাথ।
সেটা বোধ হয় ওঁর পক্ষে সহজ নয়। এই একটা বছর যে উনি চোরকে নিংড়ে শেষ করেছেন
ব্ল্যাকমেল

ব্ল্যাকমেল, শঙ্করবাবু। সেটা উনিও কার করবেন না, চোরও করবে না। অবিশ্যি চোরের যে দোসর আছে টা সম্ভবত উনি জানতেন না। আর ই অনবরত ব্ল্যাকমেলিংয়ের ঠেলায় হয়ত দ্বিতীয় চুরিটা প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। আর তাই...
ভুল! ভুল! সিন্দুক থেকে যা নেওয়ার তা আগেই নেওয়া হয়ে গিয়েছে। সিন্দুক খালি!
তার মানে আমার বাকি অভিযোগ সবই সত্যি?
কিন্তু কাল কুকীর্তিটা কে করেছে সেটা বলছেন না কেন?
টাও বলছি। কিন্তু তার আগে পনার স্পষ্ট স্বীকারোক্তিটা চাই। আপনি বলুন জয়ন্তবাবু, ডাঃ কার আর আপনি মিলে গতবছর বারোটার মধ্যে থেকে একটা র্ণমুদ্রা সরিয়েছিলেন কি না?
আমি স্বীকার করছি। আমি ক্ষমা চাইছি দাদা। ডাঃ সরকারের কাছেই আছে সে স্বর্ণমুদ্রা। আমাদের দু'জনেরই অর্থাভাব হয়েছিল।
একটার জায়গায় বারোটার সেটটা বিক্রি করলে প্রায় একশো গুণ বেশি দাম পাওয়া যাচ্ছিল, তাই...
তাই বাকি এগারোটা নেওয়ার কথা ভাবছিলেন।
কার করছি। কিন্তু চোর আরও আছে, মিঃ ত্তির। যে লোক ব্ল্যাকমেল করতে পারে...
সে লোক চুরি করেননি!
ওগুলো সরিয়েছেন প্রদোষ মিত্র!
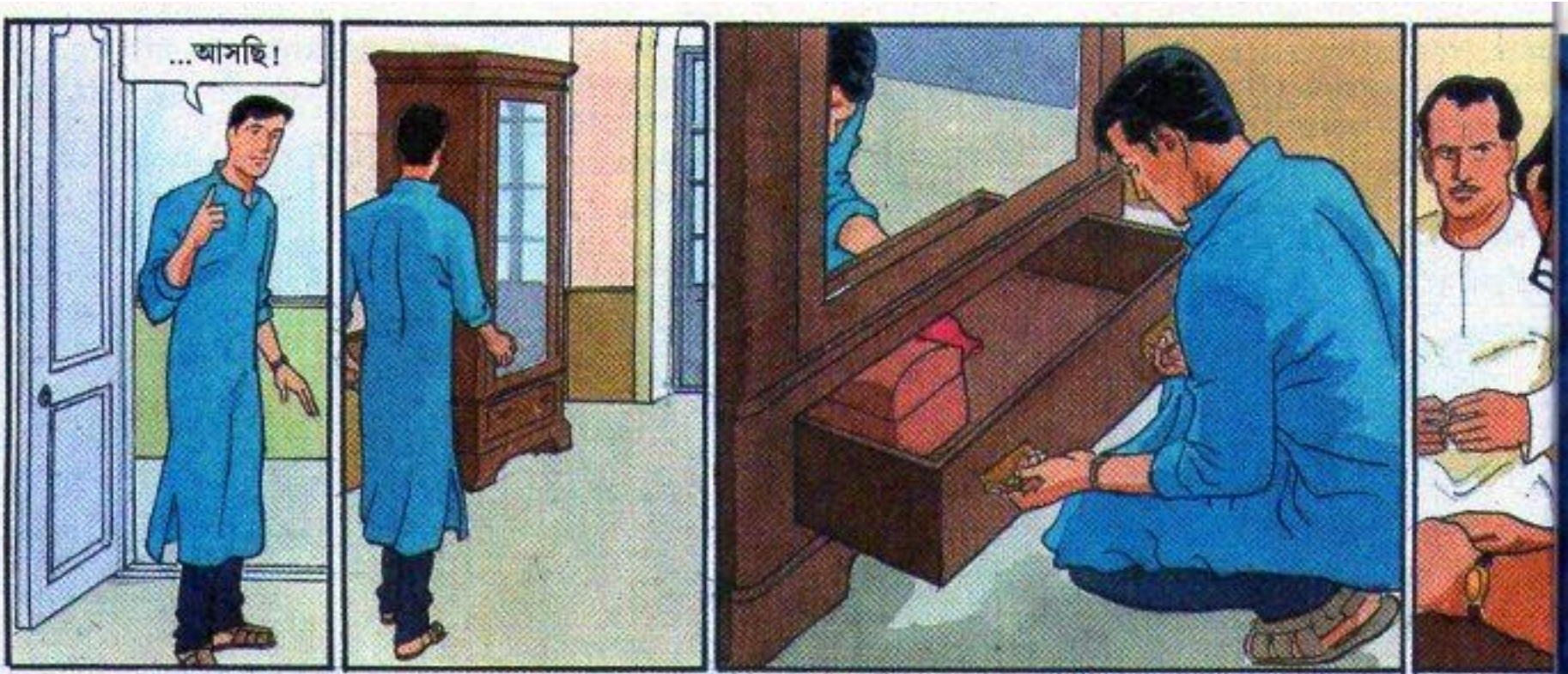
...আসছি!

বনোয়ারিলালের বাকি সম্পত্তি।

মেঝেতে চাবি না পেয়ে এবং রক্তের বদলে হিমোগ্লোবিন দেখে মনে সন্দেহ হয়। তাই আমাকে পিকপকেটের ভূমিকা অবলম্বন করতে হয়েছিল।

এগুলো বের করে আমাদের ঘরে রে
আসি। জানতাম, বিপদের আশঙ্কা আছে
নিন চাবি। এর পর কী করা হবে সে
আপনিই স্থির করুন! আমার কাজ এখা
শেষ।

(সমাপ্ত)